৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১ আষাঢ় – ৭ আষাঢ়, ১৪২৯ ঃ ১৭ জুন – ২৩ জুন, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 35, 17 June - 23 June, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী বিভাগ

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত

করছে ইডি–সিবিআই। নজরদারি রয়েছে আদালতের। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সতুষ্ট হতে পারলেন না বিচারপতি।

রবিবার : আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব শুরু

হতেই ফুটে উঠছে ভোট সন্ত্রাসের ছবি। ডোমকলে রিভলবার সমেত পুলিশের হাতে বমাল ধরা পড়লেন এক তৃণমূল নেতা। এসব অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল।

সোমবার : মনোনয়ন ঘিরে অশান্তি রুখতে পঞ্চায়েত ভোটের

প্রত্যেকটি মনোনয়ন জমা কেন্দ্রের ১ কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা লাগু করার নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

মঙ্গলবার : আচার্য হিসাবে রাজ্যপাল রাজ্যের ১৪ টি

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা না করার জন্য এই সব নিয়োগকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে উপাচার্যদের বেতন বন্ধ করে দিল রাজ্য সরকার।

বুধবার : নিয়োগ দুর্নীতির ফাঁক গলে দেশের সেনা ও আধা

সেনাবাহিনীতে পাক নাগরিক ঢুকে পড়ছে কিনা তার তদন্ত করতে সিআইডিকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকার, সিবিআই ও সেনাকে এই মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বৃহস্পতিবার : পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন ঘিরে সারাদিন

ধরে সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়ে রইল ভাঙড়। প্রথম দিন থেকে যে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে তা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কমিশনের সব নির্দেশ ব্যর্থ করে দিল ভাঙড়।

শুক্রবার : শুধুমাত্র স্পর্শকাতর জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নির্দেশ

দিয়েছিল আদালত। কিন্তু মনোনয়ন পর্বেই বাংলা জুড়ে যে সন্ত্রাস, মৃত্যু ঘটল তাতে আর স্থির থাকতে না পেরে পঞ্চায়েত ভোটের সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিল আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের নির্দেশ

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমন

কুনাল মালিক

রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হঠাৎই ঘোষণা করে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। মনোনয়ন পর্বের প্রথম দিন থেকেই নানা অসংগতি ধরা পড়ে। দ্বিতীয় দিন থেকে শাসক দলের দুষ্কৃতিরা বিভিন্ন বিডিও অফিসের সামনে ভিড় জমায়, যাতে বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে না পারে। কিন্তু ২০১৮ সালে বিরোধী শিবির যেমন ছন্নছাড়া ছিল, এবার কিন্তু তা হয়নি। বিরোধীরাও রাজ্য জুড়ে শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ– আমরা দেখলাম

সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ভাঙড়ে রাজ্যপাল।

বিরোধী শিবির মারের বদলা মার ফর্মূলা প্রয়োগ করল। ভাঙড়ে আইএসএফের প্রার্থীরা কিছুতেই দমে যায়নি। উত্তপ্ত ভাঙড়ে হিংসার বলি ৩ জন। মুড়ি মুড়কির মতো বোম–গুলি চলেছে। পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো। উত্তরবঙ্গের চোপড়াতেও বিরোধী শিবির মিছিল করে নমিনেশন দিতে যায়। দুষ্কৃতিদের আক্রমণে সেখানে মৃত্যু হয়েছে। নন্দীগ্রামে বিজেপির মনোনয়নে শাসক দল সামনে আসতে পারেনি। তার ওপর পঞ্চায়েত ভোটের মুখে জেলায় জেলায় তৃণমূল ভেঙেছে। কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি আরো শক্তিশালী হয়েছে। দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব সত্ত্বেও সারা রাজ্যে ২ লক্ষ ১৫ হাজারের বেশি নমিনেশন জমা পড়েছে। কোর্টের নির্দেশে সারা রাজ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হবে। এই খবরে বিরোধী শিবির আরো জোর পাচ্ছে। আশা করা যায় ভোটের দিন এবং গণনার দিনও বিরোধী শিবির শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। দুষ্কৃতিদের শিকার হচ্ছেন সাংবাদিকরাও। তবুও সব সংবাদ মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াচ্ছে না।

আলিপুর ডাঃহারবারে বড় সংঘর্ষের আশঙ্কা

ফলতা–বজবজে দাদাগিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা এবং বজবজ–১ নম্বর ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমিতি মনোনয়ন দিতে পারল না বিরোধী শিবির। বজবজ–১ ব্লকে ২–৩ জন প্রথম দিকে বিরোধী শিবিরে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার মনোনয়নের শেষ দিনে বজবজ–১ ব্লকের তৃণমূল শিবির সবুজ আবির মেখে উৎসব করে নিল। তবে ফলতায় জেলা পরিষদের তিনটি আসনে বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে। ফলতার বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতি জানান, ভাঙড়ের থেকেও আমাদের এখানে বেশি সন্ত্রাস চলেছে। তবে সেটা খুব চাপা। তাই কেউ জানতেই পারল না শাসক দল কিভাবে বিরোধীদের রুখে দিল। প্রাণের ভয়ে আমরা কেউই নমিনেশন দিতে পারলাম না। তবে বজবজ–২, বিষ্ণুপুর–১ এবং বিষ্ণুপুর–২ ও ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকে বিরোধী শিবির বেশ কিছু মনোনয়ন দিতে পেরেছে।

১৪৪ ধারা জারি থাকলেও বজবজ–১ বিডিও অফিসের সামনে জটলা। ছবি : অরুণ লোধ

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপির প্রার্থীর বাড়ি ঘর ভাঙচুর, লুঠপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির প্রার্থী হিসাবে বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পত্র বাসন্তী বিডিও অফিসে ২২২ নম্বর বুথের বিজেপি–র হয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন অপর্ণা হালদার।। সেই অপরাধে প্রার্থীর বাড়িঘর ভাঙচুর করে লুঠপাট করার অভিযোগ উঠলো শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী ব্লকের অন্তর্গত জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢসপাড়া কানাইমোড় এলাকায়। উল্লেখ্য, এই বিজেপি প্রার্থীর স্বামী সন্টু হালদার আবার ওই একই বুথের বিজেপি সভাপতি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হালদার দম্পতি বাড়ি ছিলেন না।প্রতিবেশীদের মারফত খবর পান যে, প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতি রাতের অন্ধকারে তাঁদের বাড়িতে এসে দাপাদাপি করেছে। বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি আলমারিতে থাকা সোনার গহনা ও টাকা–পয়সা, দামি জিনিস লুঠপাট করে পালিয়ে গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সুকান্ত মজুমদারের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিজেপি প্রার্থীর স্বামী। – নিজস্ব চিত্র

রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও নাগরিকত্ব ইস্যুতে ঠাকুর বাড়ির

নেতৃত্বে আস্থা হারাচ্ছেন মতুয়ারা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি সমগ্র মতুয়া সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মীয় তীর্থভূমি বা পীঠস্থান। মতুয়াদের এই তীর্থভূমি আজ যেন রাজনীতির এক অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। অভিমত বিশ্লেষক মহলের। অতিসম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরনগরে তৃণমূলের নবজোয়ার অনুষ্ঠানকে ঘিরে দুই পক্ষ একপ্রকার মুখোমুখি রঙ্গাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়। যেটা বাস্তবিকভাবেই মতুয়াদের কাছে অভিপ্রেত ছিল না। এমনও মনে করেন তারা।

এপ্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষক তথা সংশ্লিষ্ট মতুয়া প্রতিনিধি বলেন, 'মতুয়া সম্প্রদায় কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়। বড় মা বীণাপাণি দেবীকে মতুয়ারা আদর্শ বলে মানেন। তিনি মতুয়া উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব নিয়ে তার জীবদ্দশা জুড়ে কঠিন আন্দোলন করে গিয়েছেন। নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে স্বাধীনতার পরবর্তীতে প্রাথমিক পর্যায়ের আইন কানুন, বিধি নিষেধে যে সরলীকরণ ছিল ২০০৩ সালে সেই সমস্ত নিয়মবিধি লঙ্ঘন করে তা কঠোর করা হয়। নাগরিকত্ব পাওয়া হয়ে যায় রীতিমত দুষ্কর। তাই ২০০৩ সালের এই নাগরিকত্ব আইন ছিল মতুয়াদের কাছে কালা কানুন। এই কালা কানুন বাতিলের দাবিতে বড়মা বীণাপাণি দেবী সোচ্চার হন। এবং আন্দোলন শুরু করেন। আর এই আন্দোলনে সমগ্র মতুয়া সমাজ শামিল হয়। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন যখন পাশ হয়, তখন কেন্দ্রে অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ছিল ক্ষমতায়। এই আইন পাশ হওয়ার পরে মতুয়া সমাজ মনে করেছে, তাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দরকার। তখন থেকেই তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে। এর আগে ঠাকুরবাড়ির অঙ্গণে কখনও রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। একসময় প্রমথরঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন। এমএলএ হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু একটা সময় তিনি তার সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটানোর জন্য রাজনীতি ছেড়ে মতুয়া সমাজের উন্নয়নে ব্রতী হন। এবং তিনি বীণাপাণিদেবীর হাতে মতুয়া মহাসঙ্ঘের ভার অর্পণ করেন। মতুয়া ভক্তসমাজও তাঁকে মেনে নিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বুল্টি রায়ের পাশে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ জুন ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে ভারত তথা বাংলার অ্যাথলেটিক জগতের অন্যতম প্রতিভা বুল্টি রায়ের হাতে আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি পরিবারের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। হুগলি জেলার তারকেশ্বরের জয়কৃষ্ণ বাজার বটতলার এক দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ বুল্টি। বাবা মনোতোষ সাঁতরা ও মা গীতা সাঁতরার উৎসাহে দারিদ্র দমিয়ে রাখতে পারে নি দুই সন্তানের মা বুল্টিকে। ন্যাশানাল স্কুল গেমস্ (পুনে) ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ (সল্ট লেক) ন্যাশনাল ভেটেরান স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়ন শিপ (নাসিক) সহ বহু প্রতিযোগিতা থেকে সোনার পর সোনা জয় করেছেন বুল্টি। ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ মিটার রান ও রিলেতে বুল্টি এখন অপ্রতিরোদ্ধ। এবার বুল্টির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পালা।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল নদী বাঁধ,ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল নদী বাঁধ, তৈরি হয়নি স্থায়ী নদী বাঁধ, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের মৌসুনি দ্বীপের ১০০০ মিটারেরও বেশী নদী বাঁধ এখনো অস্থায়ী। এই দ্বীপের নদী বাঁধগুলি আবারও সেই ঝড়, বন্যার সময়। আতঙ্ক গ্রাস করছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ, ভোট এলেই মেলে প্রতিশ্রুতি,তারপরে আর কিছুই করা হয় না। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান পয়লাঘেরী ও বাগডাঙ্গা গ্রামে বড়তলা নদীর পাশে কয়েকশ মিটার নদী বাঁধে টেট্রাপটকে কাজে

লাগিয়ে স্থায়ী ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু বাকী নদী বাঁধ গুলি এখনো বেহাল। ফলে আমরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান আমরা বটতলা নদীর পাশে বাগডাঙ্গা ও পয়লাঘেরি সিগন্যাল পয়েন্ট এর কাছে কয়েকশো মিটার নদী ট্রেট্রাপটকে কাজে লাগিয়ে কয়েকশ কোটি টাকা ব্যায়ে স্থায়ী নদী বাঁধ তৈরি করছি। এরপরে পরপর আমরা বাকী নদী বাঁধ গুলো স্থায়ীভাবে তৈরি করব। যেসব নদী বাঁধগুলি দুর্বল রয়েছে সব সময় আমরা সেগুলোর ওপর নজর রেখেছি।

সারানো হয়নি রাস্তা, মাটি ফেলল গ্রামবাসীরা

অমিত মন্ডল

বাম জামানা থেকে তৃণমূল। চিত্রটা থেকে গিয়েছে একই। বারবার পঞ্চায়েতকে বলেও গ্রামের এক মাত্র রাস্তায় ইট পাতা তো দুরস্ত, ফেলা হয়নি মাটি টুকুও। অগত্যা বর্ষার আগে নিজেদের যাতায়াতের রাস্তা ঠিক করতে ৪০০ মিটার কাঁচা মাটির রাস্তাতেই মাটি ফেললেন নামখানা ব্লকের মৌসুনির বালিয়াড়া বিশালক্ষী পল্লী গ্রামের মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই এলাকায় প্রায় ১৫ টি পরিবারের বসবাস। কাঁচা মাটির রাস্তার ওপর দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয় তাদের। প্রতিবছর বর্ষার সময় মাটি ধুয়ে চলে যায় রাস্তার। এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে যদি রাস্তায় মাটি না দেওয়া হয় তাহলে বর্ষার সময় রাস্তায় প্রতিনিয়ত জল জমে থাকবে। গ্রামের বাসিন্দা সুমঙ্গল মণ্ডল,আরতি মণ্ডলরা বলেন, বারবার সংসদ মিটিং–এ রাস্তাটি মেরামতের কথা বলা হলেও কোন লাভ হয়নি। শুধুই প্রতিশ্রুতি মিলেছে।ইট পাতা তো দূরস্থ, মাটিটুকুও ফেলায়নি পঞ্চায়েত। অবশেষে নিরুপায় হয়ে গ্রামের পুরুষ থেকে মহিলারা নিজেদের যাতায়াতের রাস্তায় নিজেদের উদ্যোগে মাটি ফেলানো শুরু করলেন।

গ্রামের বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, গ্রামের একমাত্র পানীয় জলের নলকূপটি আয়লা ঝড়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে নতুন করে একটি টিউবয়েল বসানো হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কার না করার ফলে সেই টিউবওয়েল থেকে উঠছে নোংরা জল। যদিও এ বিষয়ে মৌশুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাসনাবানু বিবি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে তাই আমরা রাস্তা মেরামতের কাজ করতে পারছি না।কেন্দ্র সরকার টাকা ছাড়লে অবশ্যই ওই রাস্তার মেরামতের কাজ করা হবে। পঞ্চায়েত প্রধান আরও বলেন মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক নলকূপ থেকে জল উঠছে না। আমরা মিস্ত্রি পাঠিয়ে নলকূপ গুলি সারানোর কাজ করছি। খুব শীঘ্রই নলকূপটি সারানো হবে।

আজকের তাপপ্রবাহ ও এলোমেলো মৌসুমী অপ্রত্যাশিত নয়

ওঙ্কার মিত্র

গরমের দাপটে সর্বত্র এখন পরিত্রাহি রব। গ্রীষ্মকালে গরম পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবারের গরম অভিনব। হাওয়া অফিস গরমের যে পরিমাপ উল্লেখ করে, বাস্তবের গরম তার চাইতে বেশি। ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের থার্মোমিটার স্কুল কলেজের পরীক্ষাগারে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় আলিপুর হাওয়া অফিসের বর্ণিত তাপমাত্রার চেয়ে তা অনেক বেশি। এতে সন্দেহ জাগে হাওয়া অফিস কি বৃষ্টি আসার মিথ্যে আশ্বাসের মতো সত্যকে গোপন করে।

সাধারণতঃ এ সময় সারাদিনের একটানা গরমের পর বিকেলের দিকে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা হিমেল বায়ু ছুটে আসে। দক্ষিণ পশ্চিম থেকে আগত জল ভরা মেঘ ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে জমাট বাঁধে এবং কালবৈশাখীর বৃষ্টি হয়। সারা সময় কাতারে কাতারে জল ভরা মেঘ দল বেধে ছুটে যায় হিমালয়ের পাদদেশে। চিরাচরিত এই পরিস্থিতি এখন বদলে গিয়েছে। ফলে ৫ জুন নাগাদ যেখানে মৌসুমীর বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা।

একটানা রোদ্দুর সকাল থেকে বিকেল আগুনের হলকা দিয়ে যায়। মেঘের চলন না থাকায় একটানা রোদের আর বিরতি নেই। তাপমাত্রা তাই বেড়েই চলে। বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায় বলে গায়ের ঘাম বাষ্পীভবন হতে না পারায় লোমকূপ দিয়ে বেয়ে পড়ে। ঘাম বেশি পড়লে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে গেছে মনে করে লোক বুঝত বৃষ্টি আসছে। আজকাল সে অনুমান খাটছে না। কারণ আকাশে বর্ষার মেঘ থাকে না।

এটা বেশ কিছু বছর ধরে বাংলার গড় পরিস্থিতি। এবারের অবস্থা ছাপিয়ে

থর মরুভূমি জুড়ে সবুজের সমারোহ।

গিয়েছে এই পরিস্থিতিকেও। পারদের উর্দ্ধগতিতে মরুরাজ্যকে হারিয়ে দিয়েছে হিমালয়। সিকিমের মতো ঠাণ্ডা প্রদেশে তাপপ্রবাহের সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। গ্যাংটক, তাডং, নামচি এমনকি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার দহনজ্বালায় দগ্ধ। অন্যদিকে রাজস্থানের জয়সলমের, শ্রীগঙ্গানগরের মতো শহরগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কম। রাজস্থানের বিভিন্ন শহরে টানা বৃষ্টি অন্যদিকে সমতলে বৃষ্টির দেখা নেই। চলছে তাপপ্রবাহ। এবছর রাঢ় বাংলার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলাও। গরমে স্বস্তি খুঁজতে পাহাড়ে গিয়েও বিপাকে পর্যটকরা। গ্যাংটক লাগোয়া তাডংয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সিকিমে কোনও দিন তাপপ্রবাহ দেখা দিতে পারে ভারতে পারেননি আবহাওয়াবিদরা। পাহাড়ি অঞ্চলে যদি তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াল বা তার বেশি হয় বা স্বাভাবিকের তুলনায় তার পার্থক্য যদি ৫ ডিগ্রি বা তার বেশি হয় তবে তাকে তাপপ্রবাহ বলা হয়। এবার একাধিকবার উষ্ণতার মাপকাঠিতে মরু শহরগুলিকে টেক্কা দিয়েছে বাংলার পাহাড়ি শহরগুলি। এই উলটপুরাণে হতবাক আবহ বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু সত্যি কি অবাক হওয়া সাজে আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। যদি অতীতের দিকে তাকিয়ে একটু খোঁজ খবর রাখতেন তাহলে জানতে পারতেন ১৯৮৩ সাল থেকে আলিপুর বার্তা বলে আসছে মৌসুমী বায়ুর গতিপথ মোড় নিচ্ছে। বলা ভাল, ভ্রান্ত সরকারি পরিকল্পনা মৌসুমী বায়ুর গলা টিপে ধরেছে। ফলে বাংলার ঋতু বৈচিত্র এবং চাষবাস সবই লাটে উঠেছে। প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথমে স্টেটসম্যান ও পরে আলিপুর বার্তা পত্রিকায় ১৯৮৩ সাল থেকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তখন কেউ তাতে কান দেন নি। বরং সরকার তাঁকে অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে রাখে। কাশীবাবু পরলোকে চলে গেলেও সত্য সত্যই থেকে গিয়েছে। তাই প্রয়াণের এত বছর পরও ভবিষ্যত দ্রষ্টার মতো তাঁর সব আশংকা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। কেমন ছিল সেই ভবিষ্যতবাণী? ১৯৮৩ সালের ১৮ জুন আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত এক আলোচনা চক্রে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার অংশ হুবহু তুলে ধরলাম যা পড়লে সহজেই বোঝা যাবে

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

সূর্য সেন পার্কে রক ক্লাইম্বিং প্রশিক্ষণ শুরু করতে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত সূর্য সেন পার্কে আবার রক্ ক্লাইম্বিং প্রশিক্ষণ শুরু করতে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের মাননীয় প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন জয় কিষাণ মহাশয়ের সঙ্গে এদিন বৈঠক করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ি পুর নিগমের সভাকক্ষে। বৈঠকে মেয়র জানান, লক্ষ্য শিলিগুড়িকে সাজিয়ে তোলা। উল্লেখ্য সূর্যসেন পার্কের সৌন্দর্য শহরের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র। উক্ত প্রশিক্ষণ

চালু হলে আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে সূর্যসেন পার্ক।

প্রসঙ্গত এই পার্কে বহু মানুষ আসেন, তাই এই পার্কের আকর্ষন বাড়িয়ে তোলবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই পার্কের পাশ দিয়ে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানের নামে রাস্তা। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ, একাধিক দাবিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ও একাধিক দাবি নিয়ে শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে গিয়ে পৌঁছোয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য তৃণমূল মহিলা নেতৃত্ববৃন্দ। পাপিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। মিছিলে ফেস্টুন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন

করেন। মিছিলের শেষে প্রত্যেক মহিলা তৃণমূল কর্মীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে।

উত্তরে বর্ষার প্রবেশ, দক্ষিণের চিত্র বদলালো না!

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার উত্তরবঙ্গে বর্ষার আগমন ঘটেছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের চিত্রটা এখনো বদলাইনি। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান সহ আরো বিভিন্ন জেলাগুলিতে আগামী শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সর্তকতা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। শনিবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার কালিম্পং সহ আরো বিভিন্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

রেকর্ড আয় টয় ট্রেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : টয় ট্রেন চেপে দার্জিলিং ভ্রমণ, পর্যটকদের কাছে এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। দার্জিলিং যাব অথচ টয়ট্রেন সফর করব না! অধিকাংশ পর্যটকই এই বিষয়ে ভাবতে পারেন না। তাই বহু দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর পর্যটক ছুটে চলেন শুধুমাত্র টয়ট্রেন সফর করবার জন্য। প্রতিবছর বিশেষ করে গরমের সময় শৈল শহর দার্জিলিং এ পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় থাকে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি, বরঞ্চ এবছর আরো উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড়। পর্যটন ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, হাসি ফুটেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এবার সমতলে মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়ার কারণে প্রথম থেকেই পাহাড়ে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পর্যটকরা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সূত্রে খবর মিলেছে এই বছর রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে হিমালয়ের রেলওয়ের হেরিটেজ টয় ট্রেন। প্রসঙ্গত জানা গেছে ৩০ হাজারেরও বেশি যাত্রী এই বারের ট্রেন সফর করেছেন। প্রচুর লাভের মুখ দেখেছে হেরিটেজ টয় ট্রেন। আশা করা হচ্ছে আগামীতে আরো বেশি লাভবান হবে এই ট্রেন।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে লোডশেডিং নিত্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শহরের আমজনতাকে। বিদ্যুৎ পরিষেবা বহাল রাখতে বিজেপির তরফ থেকে হাকিমপাড়া বিদ্যুৎ বিভাগ গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির তিন নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মিছিল বের করে হাকিম পাড়া বিদ্যুৎ

বিভাগ গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সামনে মোমবাতি ও প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এসব কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয় লোডশেডিং হচ্ছে শহরের মানুষ গরমে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে দাবি তোলেন তাঁরা। বিদ্যুৎ আধিকারিকের হাতে এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ জুন – ২৩ জুন, ২০২৩

মেষ রাশি : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে, বিলম্ব হলেও বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের অবনতিতে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের আয় বৃদ্ধি। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকা দরকার।

প্রতিকার : 'ওঁ ভোময় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় ও চাকরিক্ষেত্রে সাফল্য। হস্তশিল্পে অধিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। সন্তানের পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন সুখী করতে। সন্তানের গবেষণার জন্য বহু জাতিক সংস্থায় অগ্রগতি। শত্রু কর্তৃক বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কর্মে পদোন্নতি, দায়িত্ব বৃদ্ধি ও দূরে বদলির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে গোলযোগের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। জ্ঞাতি শরিকের জন্য গার্হস্থ্য জীবনে সংকট বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। শয্যাশায়ী হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে গৃহ নির্মাণের বিষয় নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মোস্তায়ঃ নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি : যে কোনো কর্মে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে মা বাবার সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। উঁচু জায়গা থেকে পতনের সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়মের পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত বা সৃষ্টিশীল কর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা। পরিবারের কোনো সদস্যের নিয়ম বিরুদ্ধ কর্মের জন্য মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : ৪১ বার 'ওঁ রাহবে নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। সন্তানের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ এবং সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। অপ্রিয় সত্য কথা থেকে বিরত থাকুন। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ নমো নারায়ণায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : হস্ত শিল্পে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। বন্ধুর বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে অপদস্থ হতে পারেন। শেয়ার বা লটারি বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সব বাধা কাটিয়ে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। হিংস্র প্রাণী থেকে সাবধান।

প্রতিকার : ২৬ বার ও গুরবায় নম জপ করুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববৃদ্ধি ও পদোন্নতির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের অনৈতিক কর্মের জন্য মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পাড়া প্রতিবেশির উস্কানিতে পারিবারিক সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবায় নম' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : অকারণে কোনো বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ নম শিবায় নম' জপ করুন।

মীন রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা এমনকি বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায় সাফল্য। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রক্তদান করুন।

কাজের খবর

২৫০ অ্যাটেন্ড্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : চম্পা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি 'অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট' ট্রেডে ডি বি ডব্লু, টেনারে ২৫০ জন লোক নিচ্ছে। এন সি ভি টি'র অনুমোদিত যে কোনো অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে আটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-৬-২০২৩'র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ওবিসিরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ ২৫০টি (জেনাঃ ১০৩, ও.বি.সি ৬৭, তঃজাঃ ৩৭, তঃউঃজাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস. ২৫, প্রাঃসঃকঃ ২৫)। ১ বছরের চুক্তিতে নেওয়া হবে। তবে তার মেয়াদ আরো ৪ বছর বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাই হবে ট্রেড সার্টিফিকেট পাওয়া নম্বর আর ট্রেড স্টেট বা প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর মেধা তালিকা তৈরি হবে।

দরখাস্ত করবেন নির্দষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : https://ddpdoo.gov.in/units/OFCH

দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যায়িত নকল ও পাসপোর্ট মাপের ফটো (ফটোর উল্টোপিঠে নাম, জন্ম-তারিখ লিখে দেবেন।)। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for the post of Tenure Based DBW/Personnel on Contract Basis' দরখাস্ত পৌঁছানো চাই ২০ জুনের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The General Manager, Ordnance Factory Chanda, District Chandrapur, Maharastra, Pin 412501

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও আমরি হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ানের পেশাদারি কর্মমুখী কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে কিডনির রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ডায়ালিসিস প্রধানত এই ২ ধরনের হেইমোডায়ালিসিস ও পেরিটোনেইল ডায়ালিসিস। ডায়ালিসিসের কাজ রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া। কিডনি রোগীদের সাধারণভাবে সপ্তাহে ৩ দিন ৪ ঘন্টা ধরে ডায়ালিসিস করা হয়। এই মেশিন যারা পরিচালনা করেন তাদের বলা হয় ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান। এইসব টেকনিশিয়ানদের কাজের মূল দায়িত্ব হল, রোগীকে ডায়ালিসিদের জন্য তৈরি করা, তদারকি করা, মেশিন অপারেট করা ও ডায়ালিসিস শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত পদ্ধতি মানা। টেকনিশিয়ানরা ডায়ালিসিস চলাকালীন রোগীকে আরামে থাকতে সাহায্য করেন ও মেশিনটি যাতে ঠিকমতো কাজ করে সেদিকে নজর রাখেন। এই ধরনের কাজ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের দরকার হয়। বলাবাহুল্য, এই রাজ্যে প্রশিক্ষিত ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ানের যথেষ্ট অভাব আছে।

এই ঘাটতি পূরণ করে দক্ষ পেশাদার টেকনিশিয়ান তৈরির জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার কলকাতার এ এম আর আই হাসপাতালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ডায়ালিসিস টেকনিশিয়া সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম'। বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। বয়সের কোন কড়াকড়ি নেই। সিট ২৫টি। মোট ৯ মাসের কোর্স। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে থিওরির ক্লাস আরএএমআরআই হাসপাতালে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস হবে।

ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের উপদেষ্টা ড. কৌতসু জানান, কর্মমুখী এই কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে দক্ষ ও উন্নতমানের ডায়ালিসিস টেকনিশান তৈরি করা। ট্রেনিং শেষে কাজের অভাব হয় না। সাফল্যদের ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান পদে কাজের সুযোগ আছে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কিডনি বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র ও নার্সিংহোম।

কোর্স শুরু হবে ১১ জুলাই থেকে। ভর্তির শেষ তারিখ ৬ জুলাই। ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্ম পাবেন ৫০ টাকা দিয়ে হাতে হাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফর্মেশন সেন্টার। যাবতীয় প্রমাণপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত জমা দিতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে। যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায় : ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, বায়োইকিউভ্যালেন্স বিল্ডিং, ৩য় তল। ফোন : ৯০৮৮৪০১৩৫৪।

এইমসে ৯৯ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : যোধপুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের 'সিনিয়র' নার্সিং অফিসার (স্টাফ নার্স গ্রেড-I)' পদে ৯৯ জন লোক নিচ্ছে।

বিএসসি নার্সিং বা বিএসসি (পোস্ট সার্টিফিকেট) বা, পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্স পাশরা যোগ্য। রাজ্য বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্টাফ নার্স গ্রেড II হিসাবে ২০০ শয্যার হাসপাতাল অন্তত ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি'রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। মূল মাইনে : ৪৭,৬০০-১,৫১,১০০ টাকা। শূন্যপদ ৯৯টি (জেনাঃ ৫০, ই ডব্লু এস ১০, ও বি সি ২০, তঃ জাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৬)। এই পদের Advt No. AiiMS.JDH/Admin/Rec/03/2023. dated 04.05.2023.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে নাগপুরে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, এই ওয়েবসাইটে www.aiimsjodhpur.edu.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে পিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে দেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ৩,০০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২,৪০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো ও সিগনেচার অ্যাপলোড করে আর ফী ডিটেলস আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

শব্দবার্তা ২৫১

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
৯					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অভিসম্পাত ৪। বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কামান ৫। আগুন নিভানোর কাজে নিযুক্ত সংস্থা। ৭। দুর্বোধ্যতা ৯। নাটকের সেই চোর ১০। লণ্ডভণ্ড।

উপর-নীচ

১। প্যারাগ্রাফ ২। পায়ের তলা ৩। পরিবর্তন ৬। অন্যতম মহাকাব্য ৭। পাবলিক মিটিং ৮। অতঃপর।

সমাধান : ২৫০

পাশাপাশি : ১। পলাতক ৪। নাথ ৫। বসুধাধর ৭। অকচ ৯। দুঃখ ১০। রণকৌশল ১১। ভার ১২। নাশকতা।

উপর-নীচ : ১। পথ ২। তমসুক ৩। আজার ৪। নামকরণ ৬। ধনুঃশর ৮। আশপাশ ১০। রঞ্জন ১১। ভাতা।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে কথা

প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি

ডা: মানস কুমার সিনহা

প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড হচ্ছে পুরুষদের রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের একটি অঙ্গ। এর মূলকাজ হচ্ছে স্পার্মের জন্য কিছুটা তরল পদার্থ তৈরি করা। সিমেন আসলে স্পার্ম এবং এই তরল পদার্থের মিশ্রণ। আখরোট আকৃতির এই গ্ল্যান্ডটির অবস্থান মূত্রথলির নিচে এবং রেকটামের ঠিক সামনে এই গ্ল্যান্ডটি মূত্র থলি থেকে নির্গত ইউরেথ্রা বা প্রস্রাবনালীর কিছু অংশকে ঘিরে রাখে। প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের অবস্থান জানা থাকলে আমাদের পক্ষে এই গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি হলে যে সকল উপসর্গ দেখা যায় তা বুঝতে সুবিধে হবে। প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির ফলে প্রস্রাবনালীর উপর চাপ পড়ে। তার ফলে প্রস্রাবনালী সরু হয়ে যায় এবং মূত্রত্যাগের সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির ক্লাসিক্যাল উপসর্গের মধ্যে বারবার প্রস্রাব ত্যাগ করতে যাওয়া এবং অসম্পূর্ণ প্রস্রাব ত্যাগের অনুভূতি হতে থাকা। একবার প্রস্রাব ত্যাগের বেগ পেলে তা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। অনেক সময় প্রস্রাব লিক করে(ইনকন্টিনেন্স)। এই সমস্যাগুলি সাধারণত রাত্রিতে বেশি করে দেখা যায়। এছাড়া প্রস্রাবের বেগ কমে যাওয়া, প্রস্রাব করতে অস্বস্তি এবং ব্যথাও

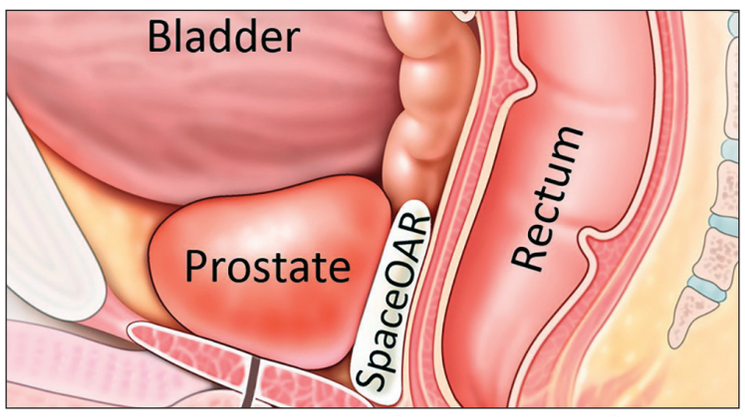

হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হতে পারে। এছাড়া ঘন ঘন প্রস্রাবের ইনফেকশন, মূত্রথলির স্টোন এবং প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের ইনফেকশনও হতে পারে। জমে থাকা প্রস্রাব ব্যাকফ্লো করে কিডনিতে জমা হয়ে (হাইড্রোনেফ্রোসিস) কিডনির ক্ষতি করতে পারে। সাধারণত প্রত্যেক পুরুষের ক্ষেত্রে ৫০ বছর বয়সের পর থেকেই প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি শুরু হয়। সাধারণত বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শরীরের টেস্টোস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন হরমোন এর মাত্রার তারতম্য ঘটে। এই তারতম্য প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রোস্টেট কোষগুলির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ভাবে হয়ে থাকে এবং একে বিনাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া (বিপিএইচ)বলা হয়ে থাকে। ৬০ বছর বয়সে প্রায় ৫০ শতাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে বিপিএইচ দেখা যায়। ৮৫ বছর বয়সের পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় ৯০% বিপিএইচ এ আক্রান্ত হন। কিন্তু এদের মধ্যে অর্ধেকেরই কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় কোষগুলির বৃদ্ধি যখন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে তখন এই বৃদ্ধি ক্যান্সারে রূপান্তরিত হতে পারে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া পারিবারিক ইতিহাস, জেনেটিক কারণ, তামাক সেবন ইত্যাদি প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

বয়স্ক পুরুষের প্রস্রাব করতে কোন সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চিকিৎসক সাধারণত পার-রেকটাল পরীক্ষা, আল্টাসাউন্ড পরীক্ষা এবং রক্তের বিশেষ একটি প্রোটিন প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন বা পি এস এ টেস্ট করতে বলতে পারেন। অনেক সময় বায়োপসির প্রয়োজন হতে পারে। আজকাল বি পি এইচ এর ক্ষেত্রে অনেক রকম ওষুধ পাওয়া যায় এবং শতকরা প্রায় ৮০ শতাংশ লোকই ভালো থাকেন। যাদের ক্ষেত্রে ওষুধে কাজ হয় না তাদের অপারেশনের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে টিইউআরপি অপারেশন অতি সহজেই করা হয়ে থাকে। প্রোস্ট্রেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের এর পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। এক্ষেত্রেও চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে সমস্ত পুরুষ ৫০ বছর বয়স পার করেছেন তারা বছরে একবার করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রোস্টেট স্ক্রিনিং করিয়ে নেবেন। মনে রাখবেন আপনি সতর্ক থাকলেই ভাল থাকবেন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ইলিশের আশায় পাড়ি দিল ট্রলারের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গে এখনো প্রবেশ করেনি বর্ষা, কিন্তু হাতে আর অল্প সময় রয়েছে। ১৪ জুন উঠে গেল ব্যান পিরিয়ড। গভীর সমুদ্রে রূপালি শস্যের আশায় পাড়ি দিলেন মৎস্যজীবীরা। এখন তাদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। দুমাস বন্ধ থাকার পর আবারও গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে শয়ে শয়ে ট্রলার। ইতিমধ্যে ট্রলারে রং করা থেকে তেল ভরা, বরফ মজুত প্রত্যেকটি কাজই সেরে নিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। জালের বাঁধন যাতে কোন ভাবে আলগা না হয় সেই কারণেই শেষ মুহূর্তে জালের গিটটাও বেঁধে নিচ্ছেন শক্ত করে। এফবি দুর্গা, এফবি মহামায়া বিভিন্ন ট্রলারে চলছে পূজো দেওয়ার পালা। কাকদ্বীপ নামখানা সাগর ডায়মন্ডহারবার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১৫০০ বেশি মাছ ধরার ট্রলার রয়েছে। গত মরশুমে সেই ভাবে ইলিশ না পাওয়ায় গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেয়নি ট্রলার গুলি। কিন্তু এবছর আশায় বুক বেঁধেছেন তারা। মৌসম ভালো হলে জালে উঠবে রূপালী শস্য ইলিশ। কাকদ্বীপ নামখানা পাথরপ্রতিমা গঙ্গাসাগর সহ ডায়মন্ড হারবারে এই ট্রলারের ওপরই নির্ভরশীল শত শত মৎস্যজীবী পরিবার। অনেকেই আবার মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে রেখেছেন আশা জালে ইলিশ পড়লে সেই ঋণ শোধ দিয়ে হাসি ফুটবে পরিবারের মুখে।

গ্রেপ্তার পাঁচ, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আয়াস বৈধরা রাস্তার মোড়লপুকুর গ্রামে লরি ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া পাঁচ দুস্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতরা হলো রামমরামপুর গ্রামের প্রসেনজিৎ মন্ডল (২২), চিতুনী মাঠপাড়ার আকাশ মার্জিত (২০), ব্রাহ্মণীগ্রামের সাজাহান শেখ (৩২) এবং কালিকাপুর বনহাটের রনি খান (২৪) ও পিন্টু শেখ (২৫)। ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

ইনজেকশন দেওয়ায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইনজেকশন দেওয়ার পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘিরে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রবিবার সকালে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম রবীন দাস (২৮)। বাড়ি সিউড়ি দুই নং ব্লকের ভগবানবাটী গ্রামে। ভাগ্নে কঙ্কন মন্ডল বলেন, শনিবার গ্যাস অম্বল নিয়ে ভর্তি করি রাতে। ডাক্তার দেখে যাই। রবিবার সকালে উঠে বমি ও পায়খানা করে। শ্বাসকষ্ট শুরু হলে নার্সকে ডাকলে একটি ইনজেকশন দেয়। তারপর শরীর নীল হয়ে যায় । ইনজেকশন দেওয়ার পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে মারা যায়।

নামখানায় মনোনয়ন নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বেজে গেছে আগামী ৯ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় ছিল। আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট।

এই মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়ে রাজ্যের একাধিক জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনার ছবি উঠে এসেছে। কোথাও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা লাঠি হাতে, আবারও কোথাও চলেছে গুলি, বোমা। এমনকি প্রাণ হারাতে দেখা গেছে, কিন্তু নামখানায় ঠিক তার উল্টো চিত্র। সব দলের প্রার্থীরা বিনা বাধায় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নামখানায়।

কোথাও কোন অশান্তির ছবি দেখা যায়নি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মিলেমিশে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সব দলের কর্মীদের মুখে একটাই কথা, সারা রাজ্যে হিংসা ছড়ালেও আমাদের নামখানা ব্লকে শান্তি বজায় ছিল। আশা করি ভবিষ্যতেও শান্তি বজায় থাকবে।

মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে উত্তাল ক্যানিং

চলল গুলি, বোমা, আক্রান্ত পুলিশ ও সংবাদমাধ্যম

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র চেহারা ধারণ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যানিং। চললো বোমা গুলির লড়াই।আক্রান্ত হলেন একাধিক পুলিশ ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মী। প্রথমদিনে ক্যানিং ১ বিডিও অফিস চত্বরে বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। দ্বিতীয় দিনে এসইউসিআই কর্মীদেরকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। চতুর্থ দিনেও অভিযোগ, বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। বুধবার ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার পঞ্চম দিন। সকাল থেকেই ক্যানিং ১ বিডিও অফিস এলাকায় ছিল কড়া পুলিশি প্রহরা। এমনকি অশান্তি বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে আগে থেকেই ক্যানিং শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছিল। এদিন গন্ডোগোলের সুত্রপাত হয় ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে। সেখানে বহিরাগত দুষ্কৃতিরা সংবাদমাধ্যমকে ছবি তুলতে বাধা দেয়। সাথে সাথে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন চিত্র সাংবাদিক বিকাশ মণ্ডল, সাংবাদিক দেবব্রত মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

অভিযোগ, এরপর মুহূর্তে তৃণমূল নেতা শৈবাল লাহিড়ির নেতৃত্বে কয়েক হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক ক্যানিং হাসপাতাল মোড়ে পথ অবরোধ করে।পরে ওই সমস্ত কর্মী সমর্থকরা ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডের দিকে এগোতে থাকে। সেই মুহূর্তে তাদের কে প্রতিহত করার চেষ্টা করে স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় বোমা গুলির লড়াই। একাধিক বোমা চার্জ করা হয়। চলে কয়েক রাউন্ড গুলি। ঘটনার মুহূর্তে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। পাল্টা মারমূখি হয়ে ওঠে মাদার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। ইট পাটকেল ছুঁড়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ এলোপাথাড়ী লাঠি চালায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে জনতা।জনতার ছোঁড়া ইটের ঘায়ে গুরুতর জখম হয় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও ক্যানিংয়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস।পাশাপাশি গুলি চলার ঘটনায় সুনীল হাওলাদার ও সইফুদ্দিন মোল্লা নামে দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী জখম হয়েছেন।ঘটনায় ক্যানিং শহর পুরোপুরি বন্ধের চেহারা ধারণ করে। ঘটনার খবর পেয়েই বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ। ঘটনার প্রায় ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। অর্ণব রায় সহ ১৫ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'সংবাদমাধ্যম কে বা কারা মেরেছে তা আমাদের জানা নেই। তবে যাই হোক না কেন ঘটনা দুঃখজনক'। তিনি বলেন, 'নামে তৃণমূল কাজে বিজেপি নেতা শৈবাল লাহিড়ী ও অর্ণব রায়ের নেতৃত্বে কয়েক হাজার বহিরাগত দুষ্কৃতি হাজির হয়েছিল ক্যানিংয়ে। তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। পুলিশকে ইটপাটকেল ছুড়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরী করে। বোমা গুলি ও চালায় তারা।ঘটনায় পুলিশ ও সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন।যারা এমন চক্রান্ত করে মনোনয়ন দেওয়ায় বাধা সৃষ্টি করছে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী করছি।'

অন্যদিকে এই ঘটনার পর তৃণমূলের মাদার সংগঠনের লোকজন মনোনয়ন জমা না দিয়ে চলে যায়। মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি বলে অভিযোগ করেছেন সিপিআইএম কংগ্রেস ও আইএসএফ।ক্যানিংয়ে সিপিএমের পার্টি অফিসে ঢুকে সমস্ত মনোনয়নের কাগজপত্র কেড়ে নেওয়া হয় প্রার্থীদের থেকে। এমনই অভিযোগ করা হয়েছে দলের তরফ থেকে। এদিনের ক্যানিংয়ের ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা যে কোন মতেই মনোনয়ন জমা দিতে পারছে না সেই অভিযোগ তুলেছেন। এসইউসিআই জেলা শাসক সুমিত গুপ্তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। জয়নগর কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মন্ডল এবং জয়নগর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ নস্কর দুজনেই যান জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানাতে। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা শৈবাল লাহিড়ীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোন বন্ধ থাকায় কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সাপের কামড় খেয়ে জীবন্ত সাপ নিয়ে হাসপাতালে বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপের কামড় খেয়েছিলেন বধূ। পরে সেই জীবন্ত চন্দ্রবোড়া সাপ ধরে ফেলেন পরিবারের লোকজন। জীবন্ত সাপ নিয়ে সোজা হাসপাতালে হাজির হন। বৃহস্পতিবার সকালে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ক্যানিং হাসপাতাল চত্বরে। সাপ দেখার জন্য হাজির হয় শয়ে শয়ে মানুষ। অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি চিকিৎসা শুরু করেন ওই বধূর। জানা গিয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত চম্পাহাটির হাড়ালের সোলগোয়ালিয়া গ্রাম। গ্রামের বধু সীমা দাস।বৃহস্পতিবার সকালে রান্না করার জন্য জ্বালানি কাঠ বের করছিলেন। সেই সময় তার বাম হাতের আঙুলে একটি চন্দ্রবোড়া সাপে কামড় দেয়।যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন বধূ। তার চিৎকারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দৌড়ে আসে। আধমরা অবস্থায় ধরা পড়ে সাপটি। আর দেরী না করে ওই বধূকে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন।সাথে নিয়ে যায় বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপটিও। যদিও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মিনিট দশেক পর সাপটি মারা যায়।অন্যদিকে সীমা দাস নামে ওই বধূর চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকরা। তাকে এভিএস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ প্রজ্জ্বল সরকার। হাসপাতালের অপর এক সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন,সাপকে বারে মেরে ফেলা উচিৎ নয়। সাপ পরিবেশ বান্ধব প্রাণী।পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে তাদের বাঁচানো জরুরি। এছাড়াও সাপ কামড় দিলে জীবন্ত কিংবা মৃত সাপ হাসপাতালে আনা জরুরী নয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাপ চেনাটাই জরুরী এবং দ্রুত হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়া।'

মোবাইল সেলফি মোডে রেখে আত্মহত্যা ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপ: মোবাইল সেলফি মোডে রেখে আত্মহত্যা করল ছাত্রী সুনিতা মাইতি(১৮)। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সাতসকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার বুধাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর শ্রীনাথগ্রাম গুড়িয়াপাড়া এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় সুনিতা লক্ষ্মীকান্তপুর বি এড কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। সুনিতা কাকদ্বীপে মামার বাড়িতেই থাকতো। তার মা কলকাতায় নার্সের কাজ করে। ছোটবেলা থেকে দিদার সঙ্গেই থাকতো সুনিতা। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায় শনিবার রাতে মোবাইল ফোনে দীর্ঘক্ষন কথা বলা নিয়ে দিদার সঙ্গে সামান্য ঝগড়া হয় সুনিতার। এরপরে খাওয়া-দাওয়া না করে নিজের ঘরে চলে যায় সুনিতা। তারপরে রবিবার সাতসকালে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করলেও সুনিতার ঘর থেকে কোনো সাড়া না মেলায় পরিবারের লোকজন জানলার কাঁচ ভেঙ্গে উঁকি দিলে সুনিতার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে সুনিতাকে উদ্ধার করে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কাকদ্বীপ থানার পুলিশ সুনিতার ঘর থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত্যুর সময় সুনিতা তার মোবাইল ফোনটি সেলফি মোডে রেখেছিল। সুনিতার তার পরিবারের দাবি মেয়ের কোনো ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল।এর আগেও সুনিতা আত্মহত্যা চেষ্টা করে। তখন সবার নজরে আসায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। সুনিতার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে পাঠায় পুলিশ। সুনিতা কার সঙ্গে শেষ ফোনে কথা বলছিল? এর পেছনে কী ঘটনা রয়েছে তদন্ত শুরু করেছে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মালিকের কারসাজিতে তারাতলা অঞ্চলে চলছে লক-আউট, লে অফ। সরকার নীরব দর্শক।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারাতলা রোড, হাইড রোড আর পাহাড়পুর অঞ্চলের দু'ধারে গড়ে উঠেছে ছোট, বড় আর মাঝারি ধরনের বিভিন্ন শিল্প। কলকাতার শিল্প বলতে ওখানেই যা কিছু আছে। কিন্তু আজ ঐ অঞ্চল জুড়ে চলছে লে অফ্ লক্ আউটের বিভীষিকাময় রাজত্ব। মালিকের বেপরোয়া শ্রমিক বিরোধী নীতি আর সরকারের ভ্রূক্ষেপ হীনতায় অসংখ্য শ্রমিককে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

তারাতলা অঞ্চলের মেসার্স এঞ্জেল ইন্ডিয়া মেসিন এণ্ড টুলস লিমিটেডে চলছে লক আউট গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের কাছ থেকে বারবার শুনেছেন আশার ললিতবাণী। সবচেয়ে মর্মান্তিক কিছুদিন হোল I.F.C থেকে Receiver নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাক্টরী থেকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি চুরি যাচ্ছে। এরকম ভাবে চললে হয়ত পড়ে থাকবে শুধু ফ্যাক্টরীর সেডটাই। আর ওদিকে আশার দিন গুনছে শ্রমিকরা, হয়ত সরকারী প্রচেষ্টায় কারখানা খুললেও খুলতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্য, কোম্পানীটার সম্ভবনা প্রচুর। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের উৎস এই কোম্পানী। সব জেনেও সরকার নীরব।

ঐ অঞ্চলেরই আরেকটি মেসার্স গ্রীভ্স স্ফসিকো কোম্পানী-তে চল্লিশ দিন ধরে ঝুলছে তালা।

পাহাড়পুর ওয়ার্কস ও, এ, ই আই ওয়ার্কসের কর্মীরা জি, ই, সি কোম্পানীর মালিকের অনমনীয় ও অত্যাচারী সুলভ মনোভাবের জন্য গত ২৯শে মে থেকে ধর্মঘটের পথে পা দিয়েছেন। পাহাড়পুর ওয়ার্কস ও এ, ই, আই, ওয়ার্কসের ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা তাদের দাবী নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কোন মীমাংসায় আসা যায়নি। এ. ই. আই কোম্পানীর তিনজনকে দেওয়া হয় চার্জ্জসীট ও করা হয় সাসপেণ্ড আর ২৫০ জন কর্মীকে ঠেলে ফেলা হয় Lay-off এর করলে। পাহাড়পুর ওয়ার্কসের ৩৬ জন কর্মীকে ছাটাই করা হয়। এরই প্রতিবাদে ঐ দুই কারখানার ৩৬০০ জন কর্মীরা লাগাতার ধর্মঘট করছেন। জানা গেল, শ্রম দপ্তরের মাননীয় রাষ্টমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য গেট-মিটিংয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করেছেন একাধিকবার।

চারিদিকে আজ বেকারীর হাহাকার তার মাঝে আবার এই ভাবে নূতন করে বেকার হওয়া শ্রমিকের অযুত কান্না কি পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসে থাকা মন্ত্রীদের বিচলিত করে না? এই তো ঠিক নির্বাচনের আগে তাদের সেই ঘোষণা শিল্পে শান্তি, নূতন কর্মোদ্যোগ। নূতন কর্মোদ্যোগ দূরে থাক। নূতন করে বেকারদের কথা একটু ভাবুন।

৭ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ২রা জুন ১৯৭৩, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, শনিবার

সমাজসেবার বৃহত্তর লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে ২০২৩-এর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন পারমিতা ঘোষ। এদিন উত্তর ২৫৪ পরগণার সংগ্রামপুর শিবহাটি পঞ্চায়েতে মনোনয়ন পত্র দাখিল করার পর পারমিতা জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এবারে সংগ্রামপুর শিবহাটি পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে সমাজসেবার বৃহত্তর অঙ্গণে পদার্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরও জানান, এই প্রথম তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ। পারমিতা বলেন, 'আমি বরাবরই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত। একটা সুযোগ পেয়েছি মনোনয়নের মাধ্যমে। জয়লাভ করলে তা বাস্তবায়িত করব।'

গৃহস্থের বাড়িতে দু:সাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার বিশ্বজিৎ মোড় এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা বিদ্যুৎ প্রধান শনিবার দিন বিকেলে ভাইঝির বাড়িতে বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে গিয়েছিলেন। রবিবার সকালে বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির গেটে তালা ভাঙা। ভিতরে গিয়ে দেখেন পুরো বাড়িটা উলটপালট করা। বিদ্যুৎ বাবুর পরিবারের দাবি এই ঘটনায় খোয়া গেছে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না সহ নগদ ৭০ হাজার টাকা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভাটিতে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইটের ভাটিতে আগুন লাগাতে গিয়ে বড়সড় বিপত্তি। জ্বলন্ত ভাটিতে ধস নামার ফলে ইট চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক মহিলার। গুরুতর জখম অবস্থায়রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি এক ব্যক্তি। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দমকল এলাকার হালদারপাড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত মহিলার নাম শিলা হালদার ও আহত ব্যক্তি মনরঞ্জন মণ্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দমকল এলাকার বাসিন্দা তপন হালদার ব্যক্তিগত ভাবে একটি ইটের ভাটি তৈরি করেছিলেন। এদিন সেখানেই ইট পোড়ানোর কাজ চলছিল। সেই সময়ই জ্বলন্ত ইটের ভাটিতে ধস নামে। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শিলা হালদার ও মনরঞ্জন মণ্ডল। ইটের মধ্যে চাপা পড়েন দুজনেই। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে শিলা দেবীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সব কিছু নিয়ম মেনেই কি তপন হালদার ইটের ভাটি তৈরি করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে কোটি টাকা ব্যায়ে বাঘের ডেরায় স্কুল, স্বাস্থকেন্দ্র গড়ছেন প্রাক্তন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লক। ব্লকের বিদ্যানদীর তীরে ৭ নম্বর সোনাগাঁও গ্রাম। দ্বীপ এলাকায় অসংখ্য আদিবাসী মানুষের বসবাস। বিদ্যানদীর অপর দিকে সুন্দরবনের গহীণ অরণ্যে ঘেরা জঙ্গল। যেখানে সুন্দরবনের বয়্যাল বেঙ্গলের বিচরণ।রুটিরুজির জন্য অধিকাংশ মানুষের সুন্দরবনের জঙ্গল আর নদীতে দিন কাটে।এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যাদের দিন আনা দিন খেতে নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাদের কাছে পড়াশোনা মানে বিলাসিতা! তবে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন হরিনাভী সৃজন নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার ইচ্ছা প্রত্যন্ত প্রান্তিক গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে এসে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।সৃজন অবশ্য কাজ শুরু করে দিয়েছে ২০২০ সাল থেকে। প্রথমে চম্পাহাটীর হাড়ালে বাজি শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য গড়েছে স্কুল। পরে বাসন্তীর আমঝাড়া ১০ নম্বর বড়িয়ায় আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল গড়েছে। মূলত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাতে করে শিক্ষার আলোতে পৌঁছায় সেজন্য স্কুলগুলিতে বই, খাতা, কলম, পোশাক সহ পড়াশোনা সমস্ত খরচ বহন করে সংস্থা। হরিনাভী সৃজন নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম কাণ্ডারী তথা প্রাক্তন ফুটবলার রুপক চৌধুরী এবার বাঘের ডেরায় থাবা বসিয়েছেন।সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ সোনাগাঁও এলাকায় কোটি টাকা ব্যয়ে স্কুল,প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বিপর্যয় কালিন আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন। মূলত এলাকার স্বহৃদয় পরিবারের দান করা ৬ কাঠা জমির ওপর স্কুল গড়ার কাজ শুরু হয়েছে।

হরিনাভী সৃজনের অন্যতম কারিগর তথা প্রাক্তন ফুটবলার রুপক চৌধুরী বলেছেন, 'সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রান্তিক গ্রামের অনুন্নত আদিবাসী পরিবারগুলো কে শিক্ষার আলোয় আনা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে হরিনাভী সৃজন কাজ শুরু করেছে।সুন্দরবনের সোনাগাঁও এলাকায় একই সাথে স্কুল,স্বাস্থকেন্দ্র এবং বিপর্যয়কালীন আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।যার খরচ হবে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। বিশেষ করে এলাকার দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিন্যাব্যয়ে নার্শারী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারবে। পাশাপাশি এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য থাকছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। এছাড়াও সুন্দরবন এলাকায় প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে এলাকার মানুষ আশ্রয় নিয়ে যাতে রক্ষা পায় তারজন্য আশ্রয়স্থলও গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরে আমাদের এই কাজ শেষ হবে এবং ২০২৪ এর জানুয়ারীর প্রথমে সুন্দরবনের সোনাগাঁও এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পুরোদমেই চালু করা হবে।'

মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ির ভেতর থেকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃত মহিলার নাম অর্চনা বেরা(৫৯)। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের বিজয়বাটি গ্রামে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাড়ির ভেতরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিলনা। স্বামী শ্যামল বেরা ও তার বোন বাড়িতে ফিরে দেখে একটি ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন অর্চনা দেবী। খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় ফ্রেজারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা অর্চনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়না তদন্তের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১৭ জুন – ২৩ জুন, ২০২৩

তবু রামধনু ঐক্য

পঞ্চায়েত মনোনয়নের শুরু থেকেই প্রতিদিন কোথাও না কোথাও রক্ত ঝরছে। দেওয়ালীর বাজির মতো বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে। দলীয় কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ, পুলিশ এমন কী গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ গণ মাধ্যম আক্রান্ত। অশান্তি আর শিক্ষার আবহে গ্রামবাংলা জ্বলছে। তীব্র তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করেই চলছে গ্রাম বাংলার ক্ষমতা দখলের প্রাক প্রস্তুতি। মনোনয়নেই যে পরিমাণ হিংসা–হত্যার ছবি ফুটে উঠেছে তা আগামী বাংলার রাজনৈতিক ময়দান কেমন হতে পারে তা অনুমান করা যায়।

পশ্চিমবাংলার রাজনীতি ক্রমশঃ গোষ্ঠী ধর্মের সম্প্রদায় কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে যা গণতন্ত্রের পক্ষে আদৌ শুভপ্রদ হতে পারে না।

হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছেন। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা হয়েছিল। বিরোধী দলগুলির সঙ্গে পরামর্শ না করে দিনক্ষণ নির্ণয় ইত্যাদি অভিযোগ ছাপিয়ে গেছে মনোনয়ন পেশের অনিয়ম। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ পাহারায় প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন। সারা ভারত নির্বাচন নিয়ে এমন লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস বাংলার সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সর্বভারতীয় সংবাদ চ্যানেলগুলি এ ব্যাপারে রীতিমতো সক্রিয়।

বাংলার পঞ্চায়েত গতবারেও সীমাহীন হিংসার নমুনা দেখিয়েছিল। রাজনীতির প্রাঙ্গণে সর্বদা অতীতের শিক্ষা কাজে আসে না।

এবারের পঞ্চায়েত ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে হিংসা ও হত্যার নিরিখে। প্রার্থীদের নিরাপত্তা, সমর্থক ও তাদের পরিবারও চাপের মুখে। কলকাতা হাইকোর্ট আধা সেনা মোতায়েন এর নির্দেশ দিয়েছেন, ইতিমধ্যে চারজন রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ গেছে তবু কোন রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রী অনলাইন ভোটের দাবি জানায় নি। ভোটকর্মী, পুলিশকর্মী, বুথকর্মীদের এমন বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলির অনলাইন ভোটের ব্যাপারে নিঃস্পৃহ ভাব বিস্ময়কর। রাজনীতির এমন রামধনু ঐক্য এ রাজ্যের সাধারণ ভোটারদেরও চিন্তিত করেছে। আগে প্রাণ, আগে ভয় নির্মূল হোক, আগে ভোট দানের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক তারপর ভোট যুদ্ধ হোক। এই সহজ সরল সত্যকে আড়াল করে যুদ্ধং দেহি মনোভাবে গ্রামবাংলায় ক্ষমতা দখলের লড়াই আগামী দিনে আরো বড় প্রাণহানির পরিবেশ তৈরি করছে। অতীতে দেখা গেছে শুধুমাত্র আধা সেনার ওপর নির্ভর করে ভোটে হিংসা, প্রাণ হানির সংখ্যা কমানো যায়নি। শুধুমাত্র বিভিন্ন স্তর থেকে শান্তি রক্ষার আবেদন বাস্তব ক্ষেত্রে ততটা কার্যকরী নয় তা অতীতে দেখা গেছে। নতুন প্রযুক্তির বিজ্ঞান সম্মত ও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ না করলে গ্রাম বাংলায় হিংসা এড়ানো সম্ভব নয়। দিনের শেষে দেখা যাবে শুধুমাত্র সদিচ্ছা ও পরিকল্পনার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সহ নাগরিকরাই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

জগৎ নেহাৎ অসত্য হলেও তা সত্যরূপে প্রতীত হয়। মৃত্যুমুখী ব্যক্তির চিত্ত যেমন অস্থির এবং ভ্রান্তিসমাকুল হয়, এই জগৎও তেমন সর্বদা চঞ্চল এবং ভ্রান্তিদুষ্ট। আমি এরপর যে স্থিতি, উপশম ও নির্বান প্রকরণ আলোচনা করলে তুমি নিত্য–অনিত্য, সত্য–অসত্য বুঝতে পারবে এবং অনর্থ পরিত্যাগ করে চিন্ময় আকাশরূপে অবস্থান করবে।

উপযুক্ত মাটিতে যথাসময়ে উত্তম বীজ দিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সংসারমোহে অনাগ্রাহী ব্যক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাড়িত হলে এই আত্মজ্ঞানমূলক শাস্ত্র অধ্যয়নে উত্তম আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত হবে। যে শাস্ত্র তত্ত্বনির্ণায়ক তা মনুষ্য কথিত হলেও পরম উপাদেয়, কিন্তু বেদ–বেদান্ত এমনকি স্বয়ং ব্রহ্ম কথিত বাক্যও যদি তত্ত্ব নির্ণায়ক না হয়, তবে সেই বাক্যাবলী মোক্ষমূলক নয় এবং মোক্ষার্থীর পড়ে তা হেয়জ্ঞান করে উপেক্ষা করাই উচিৎ। সূর্য্যোদয়ে যেন রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোক–উৎসবে জগৎ ঝলমল করে, তেমন এই শাস্ত্র পাঠে অজ্ঞান তমসা উচ্ছিন্ন হয়ে বিবেকের উদয় হয়ে পাঠকের সদ্ বিচার শুরু হয়। অতঃপর বিচারক্রমে তার বুদ্ধির শুদ্ধিকরণ হয়। এই মোক্ষশাস্ত্র অর্থগ্রাহী পাঠককে সকল প্রকার দৈন্য থেকে বর্মের মত রক্ষা করে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সায়নী দাস

আমেরিকায় হাড়ঁ কাপানো বরফ গলা জলে ৩৩ কিমি সাঁতরে বিজয়ী হয়ে ইতিহাস গড়লেন বাংলার সায়নী দাস। আজ বাঙ্গালী নারীর হাত ধরে গোটা দেশ গর্বিত। অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই তোমাকে।

সন্ত্রাসের উর্ব্বরভূমি–গাছাড়া কমিশন ভোট লুঠেরই ইঙ্গিতবহ

নির্মল গোস্বামী

একথা আজ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসের উর্ব্বর জমি। বিশেষ করে ভোট সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে ভারত সেরার স্বীকৃতি তার পকেটে। শুধু বর্তমান সরকার নয়। পূর্বতন

◆এবারেও কি এই চিত্র দেখা যাবে।

সরকার এবং তস্য পূর্বতন সরকারের কৃতীত্ব আছে পশ্চিমবঙ্গকে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাধারণ জ্ঞান বলে জমি যদি অনুর্বর হয়, তবে তাতে সারখোল প্রয়োগ করে তাকে উর্ব্বরা করা হয়। কিন্তু জমি যেখানে উর্ব্বর, তাকে অনুর্ব্বর করার পন্থা বোধ হয় আমাদের জানা নেই। তাই বারবার বাঙালি ঠকেছে। বারবার সরকার পাল্টে ভেবেছে এই বার বোধহয় রক্তপাতহীন ভোট হবে। ওমা কোথায় কী! দেখা গেল আরো সুচতুরতার সঙ্গে ভোট কারচুপি শুরু হল। বরুণবাবুর সেই দুই দুধ চোরের গল্পের মতো– মোটাবুদ্ধি সম্পন্ন এক চোর ময়রা দোকানের জ্বাল দেওয়া দুধের কড়া থেকে দুধচুরি করে খেত। সে কড়াতে মুখ ডুবিয়ে দুধ খেত। তার মুখে সর লেগে যেত এবং দুধের উপরে পড়া সর ভেঙে যেত। বোঝা যেত যে কেউ দুধ চুরি করে খেয়েছে। এবার এক বুদ্ধিমান চোর একটা পাইপ কড়ার ধার দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দুধ টেনে খেয়ে নিল। তার মুখেও সর লাগল না, এবং দুধের ওপরে সর যেমনকে তেমন রইল। দুধ কিন্তু চুরি হল। বাম আমলের বৈজ্ঞানিক রিগিং এর তত্ত্ব এর সঙ্গে খাটে। বাম কবল থেকে মুক্তি পেতে বাঙালি তৃণমূলের বগলে চাপা পড়ল। দম নেবার জন্য হাঁসফাঁস করছে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ২০১৮–এর পঞ্চায়েত ভোটে যা হয়েছিল তা দুরদর্শনের পর্দায় সকলেই প্রায় দেখেছে।

শাসক দল ভাবল যে অত বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক রিগিং–এর ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই। বিরোধীরা যাতে মনোনয়ন জমা না দিতে পারে তার সুব্যবস্থা করলেই ল্যাটা চুকে যায়। অনেক স্থানে সেই বন্দোবস্ত করতে সফলও হয়। পঞ্চায়েত দখল হল, কিন্তু মুখপোড়ার কালি সহজে মোছা গেল না। কিন্তু নিজের মুখের কালির দাগ মোছার থেকে বেশি প্রয়োজন জনমন থেকে ক্ষত পরিষ্কার করা। কারণ আবার ভোট আসবে। আর ভোটের কথা এলেই সেই নির্বাচনের ক্ষত মনে পড়বে। তাতে করে শাসক দলের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের ক্ষততে মলমের প্রলেপের প্রয়োজন পড়ল। বছর খানেক আগে থেকেই তৃণমূল দলের নানা জন নানান মধুর বাক্যে, নিজেদের ভুল স্বীকার করতে লাগল মাঠে ময়দানে। বর্ষীয়ান থেকে নব্য নেতা অনেকেই ভোট না করতে দেওয়াটা যে ভুল হয়েছিল তা স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকল। তৃণমূলের ভবিষ্যত–কাণ্ডারী যার এলাকায় সবথেকে বেশি সন্ত্রাস হয়েছিল তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুক ঠুকে বলতে লাগলেন যে ওই ধরণের ভুল আর হবে না। ঘোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বললেন যে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এবারের নির্বাচন স্বচ্ছ হবে।

বোকা জনগণ যদিও বা সেকথা বিশ্বাস করে থাকে, দুর্মুখ সমালোচকরা কিন্তু এক বিন্দুও বিশ্বাস করেনি। কারণ বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে সে আর ভুলতে পারে না। সুযোগ পেলেই সে রক্তের স্বাদ নিতে চেষ্টা করবে, এটাই বাঘের স্বভাব। তৃণমূলের এই যে লোক দেখানো কথা নতুন চমক ছাড়া আর কিছু নয়, তা সহজেই অনুমেয়। কারণ ভোটলুট করাটা ভুল নয়। এটা আইনতঃ ক্রাইম। তাই বড় গলা করে যারা ক্রাইমের কথা স্বীকার করল তাদের আইনতঃ শাস্তি হবার কথা এবং প্রশাসনের দায়িত্ব তাকে সাজা দেওয়া। যদি প্রশাসন শাস্তি বিধান করত তবেই ধারণা করা যেত ভবিষ্যতে আর ভোট লুট হবে না।

অপরদিকে বলা যায় যে ভোট শান্তিপূর্ণ হবে কিনা তা নেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে প্রশাসনের ইচ্ছার ওপর। সেই প্রশাসন তো একবারের জন্য বলে নি যে অতীতের ভুল আর হতে দেবো না। প্রশাসন সজাগ থাকলে নেতার বাবার সাধ্যি নেই ভোট লুঠ করার। পক্ষান্তরে আমরা দেখলাম যে সাধারণ সম্পাদকের যাত্রায় নাকি জনজোয়ার এসেছে। কিন্তু তা যে বেনোজলের জোয়ার, স্বাদু জলের নয় তা বোঝা গেল দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে বাসভাঙা, ব্যালট লুট প্রভৃতি ঘটনায়। পদের জন্য যারা নিজের দলের কর্মীদের মারধর করতে পারে, দলীয় নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পারে তারা গ্রামের ক্ষমতা ধরে রাখতে বিরোধীদলের কর্মীদের সঙ্গে কী আচরণ করবে তা কষ্ট কল্পনার বিষয় নয়। এবং দিকে দিকে বোমা মজুত এবং তা থেকে বিষ্ফোরণের ঘটনায় তাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহের লেশমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

তাই বাংলার উর্ব্বর সন্ত্রাসের মাটিতে শান্তির চারা গাছ রোপন করতে হলে চাই কড়া প্রতিষেধক। প্রশাসনিক স্বাদ ইচ্ছা এবং দল নিরপেক্ষ কঠোর পদক্ষেপ হল সেই প্রতিষেধক। সরকার এবং প্রশাসনের এবং নির্বাচন কমিশনের গাছাড়া ভাব দেখে শুধু বিরোধীদলই নয়, সাধারণ মানুষও সরকারে স্বাদ ইচ্ছায় সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

৪ জুন ভোট ঘোষণায় এবং তার প্রস্তুতি পর্ব এবং ভোট পরিচালনার ব্যবস্থার কথা শুনে একটাই প্রশ্ন উঁকি মারছে মনে তাহল, নিরীহ জনগণকে বাঘের খাঁচায় পুরে দেওয়া হল। ইতিমধ্যেই খবর আসছে যে বিডিওরা অপ্রস্তুত। অনেক জায়গা থেকে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে ফিরে আসছে দলীয় প্রার্থীরা। নমিনেশনের সময় এবং প্রার্থীর সংখ্যা হিসাব করে প্রতি প্রার্থীর জন্য ২৯ সেকেন্ড সময় বরাদ্দ করছে নির্বাচন কমিশন।

সকালের সূর্যই বলে দেয় বাকি দিনটা কেমন যাবে। নির্বাচন কমিশনার জানেন বাংলার পরিস্থিতি। তিনি তো দিন ঘোষণার আগে বিরোধী দলের নেতাদের ডেকে সম্ভাব্য দিন নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। ভোটারদের সুরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারতেন। তা তিনি করেন নি। সুরক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের মর্জির উপর ছেড়ে দিতে নিজেকে সরকারি পুতুলে পর্যবসিত করেছেন। খেলতে নামার আগে যদি কোনো দল জেনে যায় যে রেফারি অপর দলের ঘনিষ্ঠ তাহলে খেলার ফলাফল সম্পর্কে সহজেই ইঙ্গিত দেওয়া যায়।

সব কিছু দেখে শুনে একটা কথা বলা যায় যে ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেআইনীভাবে গুণ্ডাগিরি করে মনোনয়ন আটকানো হয়েছিল। ২০২৩ এ আইনিভাবে বিরোধীদের নমিনেশন ঠেকানোর সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছে শাসক দল। সরকার এবং তার পেটোয়া নির্বাচন কমিশনার জোর যার পঞ্চায়েত তার। আর প্রশাসন যার জোর তার। এই বাক্যে আস্থা রেখেই গ্রাম দখল করতে নেমেছে। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বোঝা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে গ্রাম দখলের মাধ্যমে। গ্রাম দখল করতে পারলে বলবে যে দেখো মানুষ আমাদের সঙ্গে। দুর্নীতিকে ডরাই নি। তখন বুক ফুলিয়ে আরো দুর্নীতি করার শক্তি পাবে। অবশ্য পঞ্চায়েত ভোট কীভাবে হবে তা অনেকটা নির্ভর করছে আদালতের উপর। কিন্তু রাজ্য সরকারের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গেছে তারা কী চায়? শান্তি না রক্ত।

দেশ দেশান্তরে

সময়ের ডাক

প্রণব গুহ

যুদ্ধ শুধু লোকক্ষয় বা মানবাধিকার ধ্বংস করে না, রাজনৈতিক পরিবেশকেও কলুষিত করে। এক্ষেত্রে সাময়িক যুদ্ধ যতটা না ক্ষতিকর তা থেকে অনেক বেশি ভয়ংকর হল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ যা বর্তমানে চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। আর এই যুদ্ধে সব থেকে বেশি অস্বস্তিতে পড়েছে ভারত। কারণ ভারত চিরকাল যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং সকল দেশের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে চায়। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ যখন সারা পৃথিবীকে দুভাগ করে দিয়েছে তখন ভারত তার নীতি বজায় রেখে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে। এর ফলে ভারত একদিকে যখন রাশিয়া থেকে সস্তায় জ্বালানি তেল আমদানি করছে তখন অন্যদিকে আমেরিকার সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখেছে। আবার চিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সীমান্তে সেনা শক্তি বৃদ্ধি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেকটি বৈঠকে এই নিরপেক্ষতাকে রাশিয়ার প্রতি ভারতের নরম মনোভাব বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে এস জয়শঙ্কর বারবার এই অভিযোগ খণ্ডন করে ভারতের নীতি পরিষ্কার করে দিলেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি ইউক্রেন পক্ষ। কলুষিত রাজনৈতিক পরিবেশের এমনই মহিমা যে হামলাকারী রাশিয়াকে নিয়ে ভারতের বিড়ম্বনা সেই রাশিয়াই এবার পাকিস্তানকে মদত জুগিয়ে ভারতকে বিচ্ছেদের বার্তা দিতে চাইছে। কারণটা হল নরেন্দ্র মোদীর আগামী আমেরিকা সফর। রাশিয়া–পাকিস্তানের সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে রাশিয়া বিভিন্ন কর্মসূচি নেবে। তিনি একথাও বলেন, রাশিয়ার ঐতিহ্য নাকি মহম্মদ আলি জিন্নার আদর্শের সঙ্গে মেলে। হায়! যে রাশিয়া একদিন সমাজতন্ত্রের কথা বলেছে, ধর্মকে বিপ্লবের বাধা হিসাবে চিহ্নিত করেছে সে আজকে ধর্মান্ধ পাকিস্তানকে ঐতিহ্য ভাবছে। আসলে পাকিস্তানকে তোল্লা দিয়ে রাশিয়া ভারতকে চাপে রাখতে চায়। এই চাপের মুখে ভারত যাতে রাশিয়া বিরোধী আমেরিকা লবির ঘনিষ্ট না হয়ে পড়ে সেটাই রাশিয়ার লক্ষ্য। রাশিয়া বুঝে গেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগামী আমেরিকা সফর এক ঐতিহাসিক

সফর হতে চলেছে। রাশিয়া খবর পেয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, টেলিকম, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমেরিকা যে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল তা সম্ভবত উঠে যাচ্ছে এই সফরে। এমনকী এই সফরে আমেরিকার সঙ্গে বেশ কিছু বাণিজ্য চুক্তি সই করতে চলেছে ভারত। ভারত আমেরিকার এই বন্ধুতা পছন্দ নয় রাশিয়ার। এর আগেও এই খেলায় মেতেছে রাশিয়া। ২০১৫ সালে ভারত আমেরিকার সঙ্গে কিছু চুক্তি করার কয়েক দিনের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সমঝোতা চুক্তি সই করে রাশিয়া। রাশিয়া জানে পাকিস্তান প্রতিরক্ষায় শক্তিশালী হলে তার কুফল ভোগ করতে হবে ভারতকে। তা সত্ত্বেও ২০২১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়ে গিয়েছে রাশিয়া। ভারতকে চাপে রাখার কৌশল হিসাবে পাকিস্তানকে ঘুঁটি বানাতে কসুর করেনি আমেরিকা, চিনও। ভারতের কাছে এর কোনো নতুনত্ব নেই। দুঃখের বিষয় একটাই এই সব বৃহৎ শক্তির বোড়ে হয়ে পাকিস্তান নিজেকে নিঃস্ব করে তুলেছে। ভারতের বিদেশ নীতিকে কোনো শক্তিই কব্জা করতে পারে নি। অথচ বিপদের দিনে কেউ নিঃস্বার্থভাবে পাশে নেই পাকিস্তানের। কষ্ট হয় কারণ, আজ যে ভূমি পাকিস্তান বলে পরিচিত আসলে সেটি ভারতবর্ষেরই মাটি। সেখানকার প্রাণ ভারতেরই অমৃতের পুত্র।

ভারত খুব ভালো করে জানে একবার স্বাধীনতা খোয়ালে সে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে পাত্তা পেতে গেলে আত্মনির্ভর হতে হবে। আর সেটা সম্ভব নিরপেক্ষতা রাখতে পারলে। শ্রীলংকা, ইউক্রেন, পাকিস্তান শিক্ষা দেয় বিপদের সময় এই দুনিয়ায় বন্ধু মেলা ভার। তাই সকলের বন্ধু হয়ে থাকাটাই শ্রেয়। সময়ের বন্ধু সময়ে খুঁজে নিতে হয়। কোন বন্ধুর ডাক কখন আসবে তা বলে দেবে সময়। আবার সময়ের ডাকে সময়ে সাড়া না দিলে তা ঐতিহাসিক ভুল বলে থেকে যায় ইতিহাসে। ভারত তাই সারা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে বন্ধুতা বৃত্তের পরিধি বাড়াতে। কেউ সে বৃত্তে না এলে কিছু করার নেই।

ভোট সন্ত্রাস নির্মূল করতে পারে মানুষের রায়

দেবাশিস রায়

'ফেরাতে হাল ফিরছে লাল'। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে বামফ্রন্টের কর্মী–সমর্থকরা এই স্লোগানেই কার্যত মেতে উঠেছেন। এমনকি, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমেও মাঝেমধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারছে এই নজরকাড়া 'শব্দবন্ধ'। তবে, শুধু গালভরা স্লোগানেই নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবের রাজনৈতিক ময়দানেও রাজ্যজুড়ে বামেরা দাপট দেখাতে ফের তৎপর।আর সেই প্রমাণই মিলল পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য বামদলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশের ক্ষেত্রে।ঘাসফুলের রাজত্বে তেরঙ্গা ও গেরুয়ার বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে শক্তি প্রদর্শনে হাজির লালও।এই নির্বাচনে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী শাসকের তেরঙ্গার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে লালের প্রধান লক্ষ্যটাই হল যেকোনও মূল্যে গেরুয়াকে ফিকে করে দিয়ে জনমানসে পুনরায় নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়া। সেই লক্ষ্য পূরণার্থে 'ব্লুপ্রিন্ট'ও তৈরি বলে একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনী লড়াইয়ে বিরোধীরা কোথায় কোন ধরনের রণকৌশল অবলম্বন করতে চলেছে তার কিছু কিছু পূর্বাভাস অর্থাৎ হদিশ পেতে বাম তথা সিপিএমের নিচুতলার কর্মী–সমর্থকরা নানাভাবে সক্রিয়। এবিষয়ে তাঁরা বিরোধীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দিকে তিক্ষ্ণ নজর দেওয়ার পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ নেতা–কর্মী–সমর্থক সহ প্রার্থী তালিকা থেকে বঞ্চিতদের সঙ্গে নানান কৌশলে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। লালবিরোধী শিবিরের ওইসব বিক্ষুব্ধর কাছ থেকে পাওয়া নানাবিধ তথ্যাবলী নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে যথেষ্টই সহায়ক হবে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। এককথায়, এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচন বামেদের কাছে কার্যত 'প্রেস্টিজ ফাইট'। আর এই লড়াই জিততে যা যা সমরসজ্জা প্রস্তুত করার প্রয়োজন সেগুলির কোনও ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র গাফিলতি দেখাতে নারাজ বামজোট। এরাজ্যে একসময় বামেদের দাপটে কার্যত বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট রাজত্ব করার পর ২০১১ সালে তাদের

রাজনীতির পটে

রাজ্যপাট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।তারপর শুরু হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঘাসফুল সাম্রাজ্য।বামেদের বিরোধী আসনে বসতে হল। ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভায় বামফ্রন্টের অস্তিত্ব কোনওরকমে টিকে ছিল। কিন্তু, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তারা কার্যত প্রাসঙ্গিকতাটুকুও হারিয়ে ফেলে। ২০১৯ সাল থেকে শুরু করে পরপর লোকসভা, বিধানসভা এবং পুরসভা নির্বাচনে এরাজ্যে বামেদের জনসমর্থন তলানিতে ঠেকে। সেই জায়গায় গেরুয়ার দাপট শুরু হল এবং বিভিন্ন জায়গায় পরাস্ত হতে লাগল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এইসময় প্রসঙ্গক্রমে তৃণমূলীদের মুখ থেকে 'বাম–রাম জোট' নিয়ে নতুন স্লোগান শুনতে পেল বঙ্গবাসী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতেই বামেদের ভোটব্যাঙ্কের একটা বড়োসড়ো অংশে এরাজ্যের পদ্ম শিবির পুষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ যাকে কিনা বলা যেতেই পারে, 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ'। এবারে ৮ জুলাই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে মোট ৭৩৮৮৭ টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে গ্রাম সংসদের ৬৩২২৯ টি, পঞ্চায়েত সমিতির ৯৭৩০ টি এবং জেলা পরিষদের ৯২৮ টি আসন রয়েছে। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছে। তবে, বিগত কয়েক দশক ধরে চলে আসা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির 'ইলেকশন ট্র্যাডিশন' অনুযায়ী এবারেও প্রার্থীদের মনোনয়নকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু হিংসাত্মক ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে চার জনের (১ জনের লাশ পাওয়া গেছে রাস্তার পাশে) এছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম একজন। নানাভাবে জখমের সংখ্যা বহু। মনোনয়নে অশান্তি নিয়ে বিজেপি যেখানে কথায় কথায় আইন আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার দিকেই আগুয়ান সেখানে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ঘটনাস্থলে সামনাসামনি দাঁড়িয়েই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বেশিই আগ্রহী। আড়মোড়া ভেঙে বেরিয়ে আসা লালের এহেন চোখরাঙানিতে বিরোধীরা কার্যত কিছুটা চমকে গেলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার কতটা প্রভাব পড়বে সেটা সময়ই বলবে। তবে, মুখ্যত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকেই 'পাখির চোখ' করে এগিয়ে যাওয়া রাজ্য বিজেপি'র অন্দরমহল কিন্তু বামজোটের এই দাপট বৃদ্ধিতে অশনিসংকেত দেখতে শুরু করেছে বলে একাধিক সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজেপির 'আদি' নেতৃত্বের একাংশ বেশ উদ্বিগ্ন। তাঁদের মতে, ক্ষমতায় না থেকেও পাড়ায় পাড়ায় বামেদের সংগঠন এখনও অটুট। কিন্তু, দলবদলের রাজনীতির স্রোতের অনুকূলে গা ভাসাতে গিয়ে বিজেপি এখনও রাজ্যের সর্বত্র সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হতে পারেনি। তাই দলকে এখনও অপরের শক্তিতে ভর করে চলতে হচ্ছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গ এভাবেই ভোট সন্ত্রাসের বধ্যভূমি হয়েই থাকবে না আমরাও একদিন দেখতে পাবো শান্তির ভোট। বিরোধী হয়ে আজ যারা সন্ত্রাসের বলি তারাও মোটেই ধোয়া তুলসি পাতা নয়। কংগ্রেস–বাম আমলে ভোট সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলার মানুষের। তবে রাজ্যের এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারে মানুষই। তাদের রায়ই বদলাতে পারে রাজ্যের চিত্র। সে রায় দেবার দিন আসছে আগামী ৮ জুলাই।

পাঠকের কলমে

হরিনাম সংকীর্তন তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে

মধুর হরিনাম শুনলে মানুষের অন্তরে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। মন শান্ত হয়। অপূর্ব এক অনুভূতি, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বেড়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে যত্রতত্র মহোৎসবকে কেন্দ্র করে যে হরিনাম সংকীর্তন বা পালা হচ্ছে, যেখানে আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গ ও আলোর রোশনাইয়ে তা চটুল গানের রূপ নিচ্ছে। এমন নৃত্য পরিবেশন করে হরিনাম পরিবেশন হচ্ছে তাতে ভক্তি ভাবতো নেইই বরং অশালীন অঙ্গভঙ্গীতে যুবক–যুবতীরা উত্তেজিত হচ্ছেন। ইদানিং চোখে পড়ে মহোৎসবে অনেক ভক্ত জন মদ্যপান করে হরিনাম শুনতে আসছেন। এই সংস্কৃতি আগে ছিল না। এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে। হরিনাম সংকীর্তনের ঐতিহ্য ও কৌলিন্যকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

কল্যাণ দাস
শিল্পী
রায়পুর, দঃ ২৪ পরগনা

শিল্প হবে কীভাবে

আশি, নব্বই দশকে লোডশেডিংএর দুর্দান্ত দাপট দেখেছে বাংলা। তখন সকলে ব্যঙ্গ করে বলতো ক্ষমতায় জ্যোতি কিন্তু জ্যোতির অভাব বঙ্গে। তারপর বক্রেশ্বর, কোলাঘাট, সাঁওতালডি নিয়ে কম রাজনীতি হয় নি। রক্ত দিয়ে গড়া হয় বক্রেশ্বর, ক্ষমতা বাড়ানো হয় চলতি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির। এরপর ধীরে ধীরে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে আর একের পর এক শিল্পের ঝাঁপ বন্ধ হতে থাকায় চাহিদা কমে। ফলে উদ্বৃত্ত হতে থাকে বিদ্যুৎ। সাফল্যের ঢেকুর তোলে সরকার। এরমধ্যে সরকারের অগাধ বদান্যতা পেয়ে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি একচ্ছত্র অধিকার পায় বৃহত্তর কলকাতার (কেন এই বদান্যতা তা নিয়ে আজও প্রশ্ন আছে মানুষের)। এই অধিকার বলে নিজেদের ছকে মনোপলি হারে ব্যবসা চালাবার সঙ্গে ছোট ছোট জেনারেটর স্টেশন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে থাকে তারা। সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বিদ্যুতে স্বনির্ভর বলে দাবী করতে থাকে। পরিবর্তনের পরেও এ চিত্র বদলায় নি। ল্যান্ড ব্যাংক বানিয়ে একজন বিদ্যুৎ উদবৃত্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শিল্প সম্মেলনে মন দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পপতিদের রাজ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলায় আসুন, এখানে সব সুবিধা তো আছেই, সঙ্গে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত।

ভালোই চলছিল এসব আত্মগরিমা পর্ব। সব বেআব্রু করে দিল এবারের শয়তান গরমটা। লোডশেডিংএর অসহ্য যন্ত্রনা ফিরিয়ে এনে জল ঢেলে দিয়েছে সব আত্মতুষ্টিতে। ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাঁটাই চলছে রাজ্য জুড়ে। সব দোষ গিয়ে পড়েছে এয়ার কন্ডিশন মেশিনের উপর। যারা বেশি এ সি লাগিয়েছে তারাই হল নন্দ ঘোষ। আর এই নন্দদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে সরকার।

বিদ্যুতের এই হাল দেখে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগছে বাড়তি এসির চাপ সামলাতে পারছে না বিদ্যুতের পরিমান, এর উপর শিল্প এলে কি হবে!

সায়ন দাশ,
হরিদেবপুর।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বিপুল আয়ের পথ রেশম চাষ, পদ্ধতি জানুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের বাজারে রেশমের জিনিসের চাহিদা ও মূল্য অপরিসীম। খাদি সহ বিভিন্ন হস্তচালিত তাঁত সংস্থাততর কল্যাণে রেশম চাষ এখন লাভদায়ক। রেশম চাষের প্রসারে ও উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান চিনের পরেই। পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কালে আমাদের রাজ্যের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মুগার চাষ করা হচ্ছে এবং ফলও খুব ভালো। মুগার সোনালী উজ্জ্বল রং–এর জন্য ও এর স্থায়িত্বের কারনে এর চাহিদা পৃথিবী ব্যাপী। মুগা পৃথিবীর দুর্লভ রেশমের মধ্যে একটি।

হলেও সিল্কের রকমফেরে বরাবরই সেরা এবং আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সিল্ক। সিল্ক মানেই ভারতবাসী ভালবাসা। ফলে রেশম শিল্পে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও প্রবল। গত কয়েক বছরে, ভারতে রেশম শিল্পে প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রেশম উৎপাদনে জাপান ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশকে পেছনে ফেলেছে ভারত।

এই সবরকমর সিল্ক বা রেশম একমাত্র আমাদের দেশেই উৎপাদিত হয় যার মধ্যে মুগ রেশম ভৌগলিকভাবে ভারতের এবং অসম রাজ্যের সম্পদ বলে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাম্প্রতিক

রেশম চাষ পদ্ধতি

একটি ঘরের পাঁচ ফুট স্কোয়ার ডালায় রেশমের ডিম রাখতে হয়। সেখানে তুঁতের পাতা দিলেই পলুগুলো খেয়ে খেয়ে ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে রেশম গুটি হয়। এ গুটি বছরে চারবার উৎপাদন করা যায় । প্রতি ১০০ পলু পালন করে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করা যায়। বছরে কোনো খরচ ছাড়াই দেড় লাখ টাকা আয় করা সম্ভব ।

সার

গাছ লাগানোর ২ থেকে ৩ মাস পর সার ব্যবহার করতে হবে। এক একর জমিতে সেই অনুযায়ী ৫০ কেজি নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে হবে। এরপর সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে ফাঁক পূরণ করতে হবে। রোপণের মাত্র ৩ মাস পর হালকা আগাছা নাসক দিতে হবে।

সেচ

প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের কারণে বর্ষাকালে রোপণ করা গাছগুলিতে কম সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালে ১৫ থেকে ২০ দিন বৃষ্টি না হলে গাছে সেচ দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।

রেশমকীটের জীবনচক্র চারটি দশার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়– ডিম ,লার্ভা বা পলু ,পিউপা এবং মথ। সোনালী হলুদবর্ণ প্রদানকারী মুগা রেশমকীট অর্ধগৃহপালিত কারন লার্ভা দশা সম্পন্ন হবার পর তারা পোষক উদ্ভিদ বেয়ে নীচে নেমে আসে এবং এই পরিপক্ক পলুমুগ চাষী সংগ্রহ করে থাকেন ও তাঁর নিজেদের গৃহেই গুটি বা কোকুন বুননের জন্যে রাখেন।

রেশমতন্তু বা সূতো রেশম মথের লার্ভার লালাগ্রন্থি থেকে নিংস্মৃত প্রোটিন–জাতীয় তন্তু। রেশম পোকা বা পলুর ইংরাজী নাম সিল্ক ওয়ার্ম বা রেশমকীট। মুগা প্রজাতির রেশমকীট থেকে পাওয়া যায় মুগা সিল্ক। অসমে মুগাকীটের পালন প্রথম কোথায় আরম্ভ হয়েছিল তা বলা কঠিন যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মুগার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়–এটি ৩২১খৃষ্ঠপূর্বের কথা । অহম যুগে এর প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং তা অহম রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অসমের ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু মুগা পালমের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। যদিও পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় ব্যাপকভাবে এর চাষ এখন প্রসারিত। মুগা রেশমকীট নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভিদের পাতা খায়–যেমন সোয়ালু এছাড়াও কিছু গেটন পোষক উদ্ভিদও আছে দিগলতে, গানসরাই এবং মেজাংকারী। মেজাংকারী গাছে মুগাপালনের ফলে উৎপাদিত সিল্কের রং সোনালী রং এর পরিবর্তে সাদা হয় এবং এটি মেজাংকারী সিল্ক নামে পরিচিত এবং এটিকে সর্বোকৃষ্ট বলে গন্য করা হয়।

মুগা রেশমকীটের জীবনচক্র চারটি দশার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়– ডিম, লার্ভা বা পলু, পিউপা এবং মথ। সোনালী হলুদবর্ণ প্রদানকারী মুগা রেশমকীট অর্ধগৃহপালিত কারণ লার্ভা দশা সম্পন্ন হবার পর তারা পোষক উদ্ভিদ বেয়ে নীচে নেমে আসে এবং এই পরিপক্ক পলুমুগ চাষি সংগ্রহ করে থাকেন ও তাঁর নিজেদের গৃহেই গুটি বা কোকুন বুননের জন্যে রাখেন। মূলত সোম ও সোয়ালু গাছেই প্রতিপালন করা হয়। একটি স্ত্রী মথ ১৫০–২০০ ডিম দেয়। স্ত্রী মুগা মথকে সোমগাছের ডালে বেঁধে দেওয়া হয় ডিম পাড়ার জন্য। লার্ভাগুলি পরে সোম বা সোয়ালু গাছে ছেড়ে দেওয়া হয় প্রতিপালনের জন্য। মুগা লার্ভার একটি বিশেষ স্বভাব হল পোষক উদ্ভিদে পাতা না থাকলে দলবদ্ধভাবে গাছের নীচে নেমে আসে। পোষক উদ্ভিদের নীচের দিকে গারীবান্ধ বাঁধা হয় যা মূলত কলাগাছের বাকল দিয়ে তৈরি। গারীবান্ধ বাঁধার ফলে মুগা লার্ভা নীচে নামতে পারেনা। এই সময়ে চাষিরা চালত্রি (বাঁশ দিয়ে তৈরি ত্রিভুজাকৃত যন্ত্রবিশেষ) এর মাধ্যমে একগাছ থেকে অন্য গাছে স্থানান্তর করে। লার্ভা দশা সম্পন্ন হবার পর পরিপক্ক লার্ভা সন্ধ্যাবেলায় গাছের নীচে নেমে আসে এবং তখন মুগা চাষিরা পলু সংগ্রহ করে। শুকনো সোম বা কাঁঠাল পাতা দিয়ে তৈরী জালিতে রেখে গুটিকা কোকুন বুননের উদ্দেশ্যে । কোকুনগুলি সোনালী হলুদ বর্নের হয় । কোকুন বা গুটি সংগ্রহ করে ভিড় বা ভাংরী নামক যন্ত্রের সাহায্যে গুটি কাটাই বা রিলিং করে মুগা চাষী সোনালী মুগা সূতো আহরন করেন। ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রাগ কোকুন বা গুটি থেকে মথ বেরিয়ে আসে ও প্রজননের মাধ্যমে পুনরায় জীবনচক্র সম্পন্ন করে।

ডঃপ্রতাপ মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিজ্ঞানী, (আইসিএআর–সিআইএফএ)।

বাদাম চাষীরা লাভের আশায় প্রহর গুনছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনায় চাষবাস লাটে উঠেছে। বাংলার চাষের ধারা পাল্টে যাচ্ছে বৃষ্টির কারণে গত বছর বাদাম চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। বাদামের রঙের উজ্জ্বলতা হারিয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। তাই খোলাবাজারে চাহিদা থাকলেও, ভালো মানের বাদামের জোগান দিতে পারেননি চাষিরা।

তবে এবার ভালো ফলন পেতে এখন থেকেই বাদাম চাষে বাড়তি পরিচর্যা শুরু করেছেন চাষিরা। চাষিদের অনেকেই বলেছেন, যে বাদাম বীজ চাষ হচ্ছে, সেই বীজ থেকে আগামী দু'টি মরশুমে ফলন পাওয়া যাবে। তাই গত বছরের মত এ বছর বাজারের চাহিদা ভালো থাকবে। সেই আশা নিয়েই আগাম বাদাম চাষের যত্ন এবং পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গত বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বাদাম চাষের জমিতে জল জমেছিল। ফলে চাষিদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই ক্ষতিপূরণ এবছর কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন কৃষকদের একাংশ। জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর চর এবং ময়নাগুড়ির ঝাঝাঙ্গী এলাকার চাষীরা দীর্ঘদিন ধরে বাদাম চাষের সঙ্গে যুক্ত। এই এলাকায় সব্জি চাষের পাশাপাশি বড় অংশের চাষিরা বাদাম চাষের উপর নির্ভরশীল। বাদাম চাষী বাসিন্দা হিতেশ রায় বলেন, এবছর বাজারে বাদাম বীজের ব্যাপক চাহিদা ছিল। বাদাম বীজের চাহিদা অনুযায়ী এ বছর বাদামের দাম ভালোই হবে। গতবছর পাইকারি ৭০–১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেন। এক বিঘা জমিতে সব মিলিয়ে চাষের খরচ হচ্ছে প্রায় আট হাজার টাকা।

সুনন্দার স্বপ্নের পথে বাধা আর্থিক অনটন

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বপ্ন নার্স হওয়া, সেই স্বপ্নের পথে বাধা আর্থিক অনটন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের মৌসুনির কুসুমতলার বাসিন্দা সুনন্দা জানা। এবার সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। মৌশুনী কো অপারেটিভ হাই স্কুল থেকে এ বছর সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৪৫৫ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার স্বপ্ন নার্স হওয়া। কারণ সে দেখেছে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষ অর্থের অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারে না, এমনকি বহু মানুষকে চিকিৎসার অভাবে মারা যেতে দেখেছে সে। তাই সে সেই সব দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চায় নার্স হয়ে। ছোটবেলা থেকে সুনন্দা মেধাবী। বাড়িতেই পড়াশোনা করতো। আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে আজ সে এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে। সুনন্দা ঝড় জল বন্যার সঙ্গে লড়াই করে এই জায়গায় এসেছে। তার স্বপ্ন নার্স হওয়া, কিন্তু সেই স্বপ্ন কোথাও যেন থেমে যেতে বসেছে। কারণ সুনন্দার বাবা সুনীল জানা পেশায় একজন ভ্যানচালক। সুনীল বাবুর এই সামান্য আয়ে তার চার মেয়ের পড়াশুনা, অসুস্থ বাবার চিকিৎসা, তার ওপর আছে সংসারের খরচ,গত প্রায় একমাস আগে এক দুর্ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন সুনীল বাবু। গত কয়েকদিন আগে অপারেশন করানো হয়েছে। ডাক্তার বাবুরা জানিয়েছেন আগামী ছয় মাস কোনো কাজ করতে পারবেন না সুনীল বাবু। কিভাবে হবে মেয়ের পড়াশোনা? কি ভাবে হবে মেয়ের স্বপ্ন পূরন। তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে জানা পরিবার। সুনন্দার মা ফাল্গুনী জানার কথায় মেয়ের স্বপ্ন নার্স হওয়া। মেয়ের সেই স্বপ্ন পূরণে আমরা অক্ষম। মেয়ের জেদ রয়েছে। ওর বাবা পেশায় একজন ভ্যান চালক। ওর বাবার একার আয়ে ওদের পড়াশুনা,অসুস্থ শ্বশুর এর চিকিৎসা, তার ওপরে সংসারের খরচ, বর্তমানে সেই আয়টাও বন্ধ হতে চলেছে। ওর বাবার দুর্ঘটনার কবলে একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপারেশন করানো হয়েছে, ডাক্তারবাবুরা জানিয়েছেন আগামী ছয় মাস কোনো কাজ করতে পারবে না। তাই আমরা বেশি করে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কিভাবে মেয়ের স্বপ্ন পূরণ হবে তা আমাদের কাছে আজ অজানা। অন্যদিকে সুনন্দার কথায় আজও স্বপ্ন দেখে চলেছি। জানিনা কিভাবে হবে স্বপ্নপূরন? তবে আমাকে এই লড়াইয়ে জিততে হবে। কোনো সহৃদয় ব্যাক্তির সহযোগিতার হাত সুনন্দার স্বপ্ন পূরন করতে পারে।

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন ৭৬০২২৯৫৫৮০

হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হলো হিন্দু রক্ষা সেনার বিশাল জন সমাবেশ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অম্বিকা মহারাজ সহ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি, বিজেপি নেতা জিতেন তিওয়ারি, দেবজিৎ সরকার সহ সনাতনী ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন মঠ ও মিশনের মহারাজরা।

বড় সংঘর্ষের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

ডায়মন্ড হারবার–১ এবং ২ ব্লকেও বিরোধীরা কিছু মনোনয়ন জমা করতে পেরেছে। ডায়মণ্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন বজবজ–১ এবং ফলতা ব্লকে শাসকদলের সন্ত্রাস এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় আমরা নমিনেশন দিতে পারিনি। মনোনয়নের শেষ দিনে বজবজ–২ ব্লকে তৃণমূল ছাড়া কাউকে নমিনেশন দিতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী সক্রিয় ছিল। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যদি ভোট হয় তাহলে শান্তিপূর্ণ ভাবে আমরাই জিতব। এবং গণনার দিনও যেন পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে নমিনেশন প্রত্যাহার করার জন্য।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল শিবিরের বক্তব্য, বিরোধী শিবিরের সংগঠন ঠিক নেই, লোকজন নেই, তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। তবে আলিপুর সদর মহকুমা ও ডায়মন্ড হারবার সদর মহকুমার বেশ কিছু ব্লকে ভোটের আগে এবং ভোটের পরে রাজনৈতিক সংঘর্ষের আশঙ্কা আছে। গোয়েন্দা সূত্রে এমনই খবর।

বিজেপির প্রার্থীর বাড়ি ঘর ভাঙচুর, লুঠপাট

প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত হালদার পরিবার। শুক্রবার ওই দম্পতির বাড়িতে ফিরে আসে।অন্যদিকে বিজেপি করার অপরাধে চুনাখালি পঞ্চায়েতের কটরাখালির বিজেপি কর্মী সমর্থক চিন্ময় দাসের দোকান ভাঙচুর করে লুঠপাট চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে।

শুক্রবার সকালে প্রথমে বাসন্তীর জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢসপাড়া কানাইমোড় আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে দেখা করতে হাজির হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সেখানে আক্রান্ত পরিবারের সাথে দেখা করে ঘটনার বিবরণ শোনেন তিনি।সেখান থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার চলে যান চুনাখালির কটরাখালি এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থক চিন্ময় দাসের দোকানে।সেখানে তিনি কথা বলেন এবং পরিদর্শন করেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অপর্ণা হালদার কাঁদতে–কাঁদতে বলেন, 'মনোনয়ন জমা দিয়েছিলাম বলে ওরা ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। পাশাপাশি সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে চলে গিয়েছে। আমরা বাইরে ছিলাম বলে বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।'

বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্যে বর্তমানে নির্বাচনের নামে প্রহসন চলছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের দ্বারা নির্বাচন প্রক্রিয়া চালানো একেবারেই সম্ভব নয়।' এই সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে, বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান ওরফে মন্টু গাজী বলেন, 'রাতের অন্ধকারে অপর্ণা মণ্ডল নিজেদের ঘর ভাঙচুর করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস এমন ঘৃণ্য রাজনীতি করে না। আর সুকান্ত মজুমদার শান্তিপূর্ণ বাসন্তীকে অশান্ত করার জন্য এখানে এসেছেন। আমি ধিক্কার জানাই।' এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক নবারুণ নায়েক, রাজ্য নেতা সঞ্জয় নায়েক, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার সহ একাধিক নেতৃত্ব।

বুল্টি রায়ের পাশে

প্রথম পাতার পর

আগামী আগস্টে শ্রীলঙ্কার দিয়াগামা স্টেডিয়ামে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারস অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩–এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বুল্টি। তবে বুল্টির শ্রীলঙ্কা যাত্রার অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল স্পনসরশিপের অর্থ। এই খবর জানতে পেরে এগিয়ে আসে আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্র এবং নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ সুর, ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের কোচ কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড: জয়ন্ত চৌধুরী, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ডঃ দীপক বড় পণ্ডা, সমিতির সভাপতি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা, সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, মলয় সুর প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য ওঅন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির এই মহতি উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান। প্রণব গুহ বলেন, আগামী দিনে এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ আরও নেওয়া হবে। বুল্টি রায় বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি। সকলে বুল্টির সাফল্য প্রার্থনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক।

আস্থা হারাচ্ছেন মতুয়ারা

প্রথম পাতার পর

এরপর ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন পাশ হলে, বড়মা বীণাপাণি দেবী তা বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হন এবং আন্দোলন করেন। আবার রাজনীতির অঙ্গণে আসার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয় মতুয়াদের পক্ষ থেকে। তখন রাজ্যে বামফ্রন্টের যাবার সময়। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বর আমরা কলকাতায় একটা বিশাল সমাবেশ করেছিলাম। সেই জমায়েত দেখে রাজনৈতিক দলগুলো বোঝে যে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী বা সমাজ রয়েছে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। ২০১১ সালে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে এই অনুপ্রবেশের ফলে মতুয়া সম্প্রদায় একটুও লাভবান হয়নি। কেবল ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা লাভবান হয়েছেন। তাদের চলাফেরা, থাকা, খাওয়া ইত্যাদিতে আগের থেকে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। তাদের সম্পদ সম্পত্তি, বিত্ত ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনইতে মতুয়া ভক্তদের যে দান ঠাকুরবাড়িতে জড়ো হয়, তাও কেবল ঠাকুরবাড়ি ও ঠাকুর পরিবারের সম্পদকেই বৃদ্ধি করে। তার উপর রাজনীতির অনুপ্রবেশে ঠাকুর বাড়িকেই আরও সম্পদশালী করে তুলেছে। সাধারণ মতুয়ারা এখনও সেই তিমিরেই। সাধারণ মতুয়াদের প্রাপ্তি হয়েছে এটাই যে মতুয়া সমাজ বলে একটা কম্যুনিটি আছে, মতুয়া সম্প্রদায় বলে একটা জনগোষ্ঠী আছে সবাই জেনেছে। অর্থাৎ এই জনগোষ্ঠীর ধর্ম দর্শনের কিছুটা প্রসারলাভ হয়েছে। এর বাইরে কিছু নয়। তাদের নাগরিকত্বের নিশ্চয়তাও ঝুলে রয়েছে এখনও সেই শিকে ছেঁড়ার অপেক্ষায়। আগামী দিনে তারা ঠাকুরবাড়ির নেতৃত্বকে আর মান্যতা দেবে কিনা, পরবর্তী সময়ই এটা বলে দেবে।'

সাইকেল প্যাডেলের ফাঁকে আটকা গোখরো উদ্ধারে গলদঘর্ম হুমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি ভাঙা সাইকেল প্যাডেলের ফাঁকে আটকে পড়া গোখরো সাপ উদ্ধার ঘিরে গলদঘর্ম পরিস্থিতির শিকার হলেন হুম রাণা, ধীমান ভট্টাচার্যরা। ইলেকট্রিক কাটার, প্লাস, স্ক্রু–ডাইভার, চিমটা, প্লাস্টিক পাইপের টুকরো, কন্টেইনার প্রভৃতি সরঞ্জামের সাহায্যে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হল ফুট চারেক লম্বা এবং সাড়ে তিনশো গ্রাম ওজনের পুরুষ গোখরো সাপটিকে। ১৩ জুন মঙ্গলবার সকালে এই অভাবনীয় চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত মাহাচাঁদা পঞ্চায়েতের বাসুদা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাসুদা গ্রামের বাসিন্দা কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির একটি ঘরে এক ব্যক্তি সাইকেল মেরামতির কাজ করেন। সেই ঘরে অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গেই একটা ভাঙা সাইকেল প্যাডেলও ছিল। রাতের দিকে কোনও একসময় সেই প্যাডেলেরই ফাঁক গলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই গোখরো সাপটির দেহ মাঝ বরাবর আটকে যায়। মঙ্গলবার সকালে ঘরটি খুলতেই সকলের চক্ষু চরকগাছ। স্থানীয়রা দেখতে পান একটি গোখরো ওই দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে আপ্রাণ বাঁচার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যেই সেই খবর গিয়ে পৌঁছায় প্রায় ১৩ কিমি দূরে ভাতার বাজার এলাকার দুই বাসিন্দা জনপ্রিয় সর্প বিশারদ ধীমান ভট্টাচার্য এবং হুমকুমার রাণার কাছে। তারপর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে বাইকে চড়ে তাঁরা তড়িঘড়ি কৌশিকবাবুর বাড়িতে পৌঁছনোর পরপরই

বিষধর সাপটিকে উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েন তারা। ভাঙা প্যাডেলের খাঁজে মারাত্মকভাবে আটকে থাকা সাপটিকে জীবিত অবস্থায় মুক্ত করাটা উদ্ধারকারীদের কাছে কার্যত একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা বুঝতে পারেন একমাত্র অতি সতর্কতার সঙ্গে প্যাডেলের লোহা কেটেই সাপটিকে বাঁচানো সম্ভবপর। সেইমতো তাঁরা ইলেকট্রিক কাটার সহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাপটির জীবন রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ে গলদঘর্ম পরিস্থিতির মধ্যে অবশেষে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল উদ্ধারকারীদের মুখে। গোখরো সাপটি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হলেও টানাটানির কারণে সেটির পেটের কাছে সামান্য ছড়ে গিয়েছিল। তবে সেই ক্ষত মারাত্মক কিছু ছিল না। এদিকে ততক্ষণে সর্প উদ্ধারকারীদের ঘিরে উৎসাহীদের ভালোরকম ভিড় জমে যায় এবং চারিদিকে শোরগোল ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হুমকুমার রাণা বলেন, সাপের দেহের উপরিভাগে একধরণের আঁশ থাকে। সময়ের সঙ্গে সেই আঁশ মোটা আস্তরণ অর্থাৎ খোলসে পরিণত হয়। সাধারণত বছরে দু'–তিনবার সেই খোলস ছাড়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য সাপ কোনও অমসৃণ চোঙাকৃতি কিছু কিংবা সরু লম্বা গর্তের মধ্য দিয়ে গেলেই ঘর্ষণে খোলসটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আমার মনে হয় এক্ষেত্রেও গোখরোটি সাইকেলের ভাঙা প্যাডেলটিকে যথাযথ উপায় দেখে তার খাঁজে মাথা গলিয়েছিল। কিন্তু, সাপটির পেট ভরা থাকায় মাঝপথে তার দেহ ভাঙা প্যাডেলের খাঁজে আটকে যাওয়ায় ঘোরতর বিপত্তি বাধে। আমরা সকলের সহযোগিতায় এবং অত্যন্ত কৌশলের পাশাপাশি সাংঘাতিক সতর্কতার সঙ্গে বিষধর গোখরো সাপটিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তারপর যথাযথ চিকিৎসা শেষে সাপটিকে নিকটবর্তী এলাকায় একটি ঝোপে ছেড়ে দিয়ে আসি। কোনও বিষধর সাপের এভাবে প্রাণরক্ষা করাটা আমাদের কাছে শুধু চ্যালেঞ্জই ছিল না, জীবনের অসংখ্য স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম স্মৃতিমধুর ঘটনা হয়ে থাকবে।

মৌসুমী অপ্রত্যাশিত নয়

প্রথম পাতার পর

বাংলা তথা ভারত জুড়ে আজকের এই তীব্র দাবদাহ ও দিগভ্রষ্ট মৌসুমীর কারণ কি।

'আলোচনাচক্রে প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, পূর্বভারতের বৃষ্টিপাতের জন্য প্রধানতঃ দুটি জিনিস দায়ী। একটি রাজস্থানের মরুভূমি এবং অপরটি উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বদিক ঘেরা পর্বতমালা। প্রকৃতিদেবী ভারতকে শস্যশ্যামলা করার জন্যই এসব সৃষ্টি করেছেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজস্থানে মরুভূমি থাকায় সেখানে সৃষ্টি হয় নিম্নচাপ। ভারতের উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম দিক পর্বতমালায় ঘেরা থাকায় নিম্নচাপ অঞ্চলের শূন্যস্থানে দক্ষিণের ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট জলীয় বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ছুটে আসে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে রাজস্থানকে শস্যশ্যামলা করার প্রচেষ্টা চলছে। সেখাকার মরুভূমিতে খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। গাছপালা বসিয়ে বনভূমি সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে এখানকার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। তাই ধীরে ধীরে নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু রাজস্থান থেকে সরে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে যাচ্ছে।

তিনি জানালেন, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নিম্নচাপ যত স্বল্পস্থানে হবে বৃষ্টির সম্ভাবনা ততই বাড়বে। নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহু দূরে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। রাজস্থানে নিম্নচাপ থাকায় যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হত আজ মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে সেই চাপ সরে বৃষ্টিও সরে যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে নিম্নচাপ একাধিক স্থানে সৃষ্টি হওয়াতে এলোমেলো বৃষ্টি হচ্ছে। রাজস্থানের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটছে। আবহাওয়া বিশারদদের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানালেন, বৃষ্টি কয়েক বছর আগে থেকেই কমতে শুরু করেছে। ১৯৭৮ সালেও খরা হয়। কিন্তু হঠাৎ এক দমকা ঝড়ে প্লাবন ঘটে, ফলে বন্যা হয়। চাষীরা পরে চাষবাস করে প্রচুর ফলন ঘটায়। তাই মানুষ ঐ বছর খরাকে উপলব্ধি করতে পারে নি। তাঁর মতে রাজস্থান উর্বরা হওয়াতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে সারা ভারতে বৃষ্টিপাতের জন্য যতটুকু মরুভূমি থাকা দরকার তাতে সারা দেশের কল্যাণার্থে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মতো সংরক্ষিত মরুভূমি করে রাখতেই হবে। তবে মরুভূমি যাতে বিস্তার লাভ না করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিনি আরও জানালেন, মৌসুমীর গতিপথ সরে যাওয়াতে হিমালয়ে বরখ কম জমবে। তখন হিমালয়ের বরফগলা জলে বড় বড় নদীগুলি আর তেমন পুষ্ট হবে না। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ধীরে ধীরে কিছুটা শুকিয়ে যাবে। জলের অভাবে গোটা দেশ তৃণভূমিতে পরিণত হবে।

এখন মৌসুমী এসে গেছে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত নিম্নচাপের জন্য মেঘ জমাট বাঁধতে পারছে না। সেজন্য বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টিবহুল চেরাপুঞ্জী অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রকৃতির তৈরি মরুভূমিকে উর্বরা করতে গিয়ে ঐ সব দেশে বৃষ্টিপাত আগের মত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে ভারত সরকার যদি উদাসীন থাকেন তাহলে ভারতে জোয়ার বাজরা চাষ করতে হবে। আমন দান আর হবে না।'

৪০ বছর আগে অধ্যাপক ভূবিজ্ঞানী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই মূল্যায়ণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে থর মরুর বুক চিরে ভাকরা নাঙাল খাল কাটার পরিকল্পনার ফল আজ ভোগ করছি আমরা। আজ রাজস্থানে ঠাণ্ডা, সিকিমে গরম। এই বক্তব্য ছাড়াও আলিপুর বার্তায় প্রায় ১০ বছর ধরে প্রকাশিত বহু নিবন্ধে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছেন ভারতে তথা বাংলায় মৌসুমী বায়ুকে টানতে থর মরুর নিম্নচাপের টান লাগে। এ মরুর তীব্র তাপ ও মৌসুমীর স্নিগ্ধ জলভরা মেঘ প্রকৃতির সৃষ্টি। মরুতে প্রচণ্ড তাপে নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে, তা পূরণ করতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ছুটে আসবে, ভারত তথা বাংলা মৌসুমী বৃষ্টিতে শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে। এটাই ছিল চিরকালীন নিয়ম। কিন্তু আমরা মরুকে সবুজ করতে গিয়ে থরের তাপমাত্রায় হেরফের করে দিয়েছি। দুর্বল নিম্নচাপ আর ঠিক সময়ে টানতে পারছে না মৌসুমী বায়ু। এলোমেলো আবহাওয়ায় ভুগছে ভারত। কোন সময় খরা আবার কোনো সময় অতিবৃষ্টি। যেখানে বৃষ্টির দরকার নেই সেখানে হচ্ছে বৃষ্টিপাত, আর যেখানে দরকার সেই এলাকা থেকে যাচ্ছে বৃষ্টিহীন। আবহাওয়া দপ্তর বিলম্বে আসা মৌসুমীর গড় বৃষ্টিপাত হিসাব করে ভালো বৃষ্টির তথ্য দিচ্ছে। সেই মাফিক দেশের কৃষি পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে। মার খাচ্ছেন চাষিরা। ফলে আবহবিজ্ঞানীদের আজকের পরিস্থিতি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কাশীবাবুর খোঁজ রাখলে তারা বুঝতে পারতেন আবহাওয়ার এই পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়।

মহানগরে

ভারত মায়ানমার বাণিজ্যিক সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এপিক ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে ভারত এবং মায়ানমারের ব্যবসায়িক মেলবন্ধন নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল ১২ জুন সোমবার।

উপস্থিত ছিলেন মায়ানমারের বাণিজ্য মন্ত্রী ইউ. আউঙ্গ নাইঙ্গ। তিনি বলেন ভারতের সঙ্গে মায়ানমারের যে ব্যবসায়িক মেলবন্ধন গড়ে উঠছে তা মায়ানমারকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করবে। বিভিন্ন ভারতীয় ব্যবসায়ী মায়ানমারের সঙ্গে খনিজসহ অন্যান্য ব্যবসার সূত্রে ইতিমধ্যেই আবদ্ধ হয়েছে। এই সূত্রকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে দায়িত্ব দিয়েছে বিশেষ টাকার অ্যাকাউন্ট খোলবার জন্য যা মায়ানমারের সাথে ভারতের ব্যবসায়িক অগ্রগতি ঘটাবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপিক ইন্ডিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ধারণ কমিটির চেয়ারম্যান পি কে শা, এপিক ইন্ডিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান আকাশ শা সহ অন্যান্যরা।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র।

বাড়িতে মশার লার্ভা, বাসিন্দারা সতর্ক কী?

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে সাধারণত বর্ষা ঢোকে ৭ জুন। তবে এবার নির্ধারিত সময়ের পাঁচদিন বাদে ১২ জুন চলতি বছরের বর্ষা এলো। আর দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসার নির্ধারিত সময় ১১ জুন হলেও কবে তা আসবে এখনও নিশ্চিত নয় আলিপুর আবহাওয়া দফতর। প্রসঙ্গত, গতবছর দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করে ১৮ জুন। যদিও এরই মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর বর্ষায় মশার উপদ্রব প্রতিরোধে এখনই ব্যবস্থা নিতে তৈরি। বাড়িতে বাড়িতে জমা জলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৎপর পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস ইজিপ্টাই মশার স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। আগে এডিস পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ত। বাড়ির আনাচে-কানাচে, পরিত্যক্ত পাত্রে জমে থাকা জলে এডিস মশার জন্ম হতো। এখন নোংরা জমা জলেও জন্মাচ্ছে এই এডিস মশা। আর এখানেই মহাবিপদ। কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাডেড এরিয়ার ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২১, ১২২, ১২৩ ও ১২৪ আর জোকার ১৪২ – ১৪৪। পূর্ব কলকাতার ১০৬ – ১০৭ হয়ে ১০৮, ১০৯ ও ১১০ আবার ১১১ – ১১৫ আদিগঙ্গার পাড়ের এই পাঁচটি ওয়ার্ডে খোলা নিকাশী নালা রয়েছে। নালায় সেই জমে থাকা জলও এখন এডিসের বংশবিস্তারের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন থেকেই বারবার তাই বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে বাড়ির জঞ্জাল নিকাশি নালায় ফেলতে নিষেধ করা হচ্ছে।

পৌর স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত ২০২২ – এ কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭,৫০০ টি। এবার এই সংখ্যা যাতে না হয় সেদিকে এখন থেকেই লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা বলছেন, এখন টেস্ট বেশি হওয়ায় ডেঙ্গু ধরাও পড়ছে বেশি। এবার কলকাতার তালাবন্ধ বাড়ি গুলিকেও পৌরসংস্থা নজরে রেখেছে। প্রতি বর্ষায় কেন্দ্রীয় পৌর ভবনে ফোন আসে বন্ধ বাড়ির ছাদে টবের জলে মশার উপদ্রব। যদিও কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, যদি তালাবন্ধ কোনও বাড়িতে মশার বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়, সেক্ষেত্রে স্থানীয় কলকাতা পুলিশের সহায়তা নিয়ে বাড়ির ছাদে যাওয়া হবে।

কোথাও আবর্জনা জমা হচ্ছে কী না স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা লক্ষ্য রাখছে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, এমনটা দেখা গেলে প্রাথমিক ভাবে সেই বাসিন্দাকে সতর্ক করা হবে। তা না শুনলে দ্বিতীয় ধাপে কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ – র ৪৯৬এ ধারায় নোটিশ দেবে। ৭ দিন পর ফের একবার পৌরসংস্থা থেকে পরিদর্শনে যাবে। যদি দেখা যায় সতর্কতার পরেও তিনি উদাসীন, সেক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ওই বাসিন্দার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। আর কোর্ট যদি মশার লার্ভা জন্মানোর জন্য ওই বাসিন্দাকে দোষী সাব্যস্ত করে, তখন ওই বাসিন্দাকে জরিমানা হিসাবে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। গত পাঁচ মাসে ৩৫ জনকে মশার লার্ভা জন্মানোর জন্য দিতে হয়েছে এই টাকা। নির্মীয়মান আবাসনেও কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের থেকে পরিদর্শনে যাচ্ছে নির্মাণস্থলের কোথাও মশার লার্ভা জন্মাচ্ছ কী না? প্রাথমিকে সতর্কতার বার্তা দেওয়া হবে। তারপর অন্যব্যবস্থা নেওয়া হবে। পৌর বিল্ডিং দফতর থেকে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

লেন্স বার্তা

ইলেকশন কমিশনের অফিসে আসছেন বিরোধী দলনেতা। 'দেখাতে প্রস্তুত মিডিয়া আর ঠেকাতে প্রস্তুত বিশাল পুলিশ বাহিনী'। মাঝে নাজেহাল পথ চলতি যানবাহন ও সাধারণ মানুষ।

একই বাইকে এক শিশু সহ চার আরোহী। নেই মাথায় হেলমেটও। ফোর্টউইলিয়াম এর কাছে।

বহুদিনের সমস্যা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই সরু এই ফুটওভার ব্রিজ দিয়েই চলছে হাজারো মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত। ব্যারাকপুর স্টেশনে।

এই গরমে ভর দুপুরেও হাউসফুল দাদা বৌদির বিরিয়ানী। ব্যারাকপুরে।

ছবি : অভিজিৎ কর

৯৫ নম্বর ওয়ার্ড বুস্টার পাম্পিং স্টেশন উদ্বোধন করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

দীর্ঘ সময় বাদে বেহালা পূর্বে স্বতন্ত্র বরো অফিস গড়ার ভাবনা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার ১৬টি বরোর মধ্যে ১৫টি বরোর প্রতিটির নিজস্ব বরো আওতাভুক্ত এলাকায় নিজস্ব বরো অফিস আছে। আর একমাত্র ব্যতিক্রম বরো – ১৩। সাউথ সুবার্বান ইউনিটের দু'টি বরো (১৩ ও ১৪) যৌথভাবে বরো – ১৪র অন্তর্গত পৌর ভবনটি ব্যবহার করে। যা দু'টি বরোর সাতটি করে ১৪টি ওয়ার্ডের জন্য যথেষ্ট নয়। আবার বরো – ১৩ – র অধিকাংশ ওয়ার্ডে নিজস্ব ওয়ার্ড অফিসও নেই।

কলকাতা পৌরসংস্থার অন্য ১৫টি বরো অফিসের মতো বরো – ১৩র অন্তর্গত এলাকায় স্বতন্ত্র বরো – ১৩র অফিস গড়ো তোলা হোক। এবং পৌর সম্পত্তি বা রাজ্য সরকারি জমি যা দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় এই বরো এলাকায় পড়ে আছে, তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বরো – ১৩র অফিস এবং ওয়ার্ড অফিস নির্মাণে ব্যবহার করা হোক। এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্থানীয় বরো – ১৩র অধ্যক্ষা বরিষ্ঠ পৌরপ্রতিনিধি রত্না সুর বলেন, কলকাতার ১৬টি বরোর মধ্যে ১৫টি বরো'র নিজস্ব অফিস ভবন আছে। ব্যতিক্রম, বরো ১৩–র নিজস্ব কোনো অফিস ভবন নেই। ১৯৮০ সালে যখন সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হল, তখন থেকেই বরো ১৩ এবং বরো ১৪ একই সঙ্গে সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটির অফিস ভবনটি ব্যবহার করে আসছে। তখন ন'টি করে ওয়ার্ড বরো ১৩ এবং বরো ১৪ তে ছিল। মোট ১৮টি ওয়ার্ডের কাজ একটি ভবন থেকে হতো। এখন কলকাতা পৌরসংস্থার কাজের পরিধি এতোটাই বেড়ে গেছে যে ওই ভবনটি যথেষ্ট নয়। পর্ণশ্রী থানা গড়ে ওঠার পর কলকাতা পৌরসংস্থার লাইটিং ডিপার্টমেন্ট ওখান থেকে তুলে এই ভবনে নিয়ে আসা হল। আমাদের পৌর স্বাস্থ্য দফতর বলতে ১৯৯৫ সালে যা ছিল, ওই ভাঙাচোড়া একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। পরবর্তীকালে পালস্ পোলিও হওয়ার পর ওয়ার্ডের লোকের সঙ্গে পৌর স্বাস্থ্য দফতরের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠলো। এখন এই স্বাস্থ্য দফতরের কাজকর্ম মানুষের প্রতি দিনের জীবন যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এখন মানুষের সম্পত্তি কর দেওয়া ও কর নির্ধারণের

নানান পরিবর্তন এসেছে। ১৩ বরোর যারা বাসিন্দা তাদের স্বাস্থ্যের অফিস পড়ে বেহালা-চৌরাস্তার বড়িশাতে। অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন ডিপার্টমেন্টের অফিস তারাতলায় যেতে হয়। বরো ১৩ – র নিজস্ব কোনও অফিস না থাকায় আমাদের বিএসকে অর্থাৎ 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র' সেটাও তারাতলায় একটা ছোট্ট বারান্দায় করতে হয়েছে। সুতরাং যে কারণে আমাদের পৌর পরিষেবা গুলির যেভাবে পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে, সেই তুলনায় আমরা কিন্তু নাগরিকদের কাছে সেই পরিষেবা গুলি তেমন ভাবে পৌঁছে দিতে পাচ্ছি না বলেই, ১৩ বরোর অফিসে একটা অ্যাম্বুলেন্স রাখার মতো জায়গা নেই। রত্না সুর বলেন, মহানাগরিকের কাছে একটি অনুরোধ করবো, আমি জানি, কলকাতা পৌরসংস্থায় একটা বিরাট আর্থিক সংকট দীর্ঘদিন ধরে চলছে। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, এ বিষয়টি উত্থাপন করার এটা একটা জরুরি সময়।

রত্না সুর জানান, আমরা মনে করি, বর্তমানে এই বরোর সাতটি ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট রূপে পরিষেবা দিতে গেলে যে পরিকাঠামো দরকার, ১৩ বরোর বর্তমান অফিসটি তাতে যথেষ্ট নয়। নতুন করে এই বরো – ১৩তে অফিস গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় জমির যে সমস্যা অন্যত্র রয়েছে, এখানে তা নেই। অনেক জায়গায় দেখেছি, কমিউনিটি হলের সঙ্গে বরো অফিসও গড়ে উঠছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার অনেক জমি রাজ্য সরকার কখন 'অ্যাকুইজেশন' করে নিয়েছে বা কখনও 'রিকুইজেশন' করে নিয়েছে। ৪৪, নম্বর রাজা রামমোহন রায় রোডে কলকাতা পৌরসংস্থার একটি ৫২ কাঠা জমি ছিল। ১৯৯৪ সালে হৃষীকেশ মিত্রের পরিবার কলকাতা পৌরসংস্থাকে সেটি দান করেছিলেন, পৌরসংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মে ব্যবহারের জন্য। ২০০০ সালে সেই জমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা দফতর কলকাতা পৌরসংস্থার কাজ থেকে নিয়ে ছিল তাদের কাজে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু সেই জমিটিতে আজও পর্যন্ত ২০০০ সালের পর থেকে একটা ইটও গাঁথেনি, রাজ্যের ওই কারিগরি শিক্ষা দফতর। মহানাগরিক কাছে অনুরোধ করবো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থলের ওই জমিটি আবার যেন কলকাতা পৌরসংস্থা ফিরিয়ে নেয়। ওখানে বরো অফিস যদি মানান সই হয়, তবে একটি বরো অফিস তৈরি হোক, নয় তো বা অন্তত একটি ওয়ার্ড অফিসও করা যেতে পারা যায়।

এদিকে আগে যেটি ৫২ কাঠা ছিল, এখন সেখানে সম্পত্তির যে তালিকা আছে, সেখানে লেখা আছে ৪৪ নম্বর রাজা রামমোহন রায় রোড, ১০ কাঠা জমি হেল্‌থ অফিস। অথচ তখন যেহেতু রাজ্য সরকারের ছিল। আমরা অন্যত্র হেল্‌থ অফিস করে নিয়েছি। আবার যেহেতু ২৩ বছরে রাজ্য সরকার কিছু করেনি, তা-ই জমিটি যদি ফেরত নেওয়া হয়, তাহলে ওখানে বরো – ১৩র একটি অফিস বাড়ি তৈরি করা যেতে পারে। অনেকটা জমি ৫২ কাঠা জমি মানে দু'বিঘারও অধিক জমি পড়ে আছে। আবার কলকাতা শহরের বুকে। খুব সুন্দর জায়গা।

আরেকটা জায়গা আছে, সেটা হল পশ্চিম পুটিয়ারি মৌজার ১নং – এ। দাগ নম্বর ২২৩ ও ২২৪। ওখানেও প্রায় দু'বিঘার মতো জমি আছে। সরকারি জমি, এটা যদি কলকাতা পৌরসংস্থা 'অ্যাকোয়ার' করে নেয়। সেখানেও ওয়ার্ড অফিস করা যেতে পারে। সরকারি জমি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বরো অফিস। এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে যদি ওয়ার্ড করা যায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ড ১৬টি বরো সবাই সমানসমান। আগে অ্যাডেড এরিয়াকে(বরো : ১১ – ১৬) একটু অন্যরূপে দেখা হতো। কিন্তু গত বাজেটের পর থেকে ১ – ১৬ প্রতিটি বরোকে একই রকম ভাবে ট্রিটেড হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাই বরো অফিস হওয়ার পাশাপাশি সব বরোতে যদি একটি স্বতন্ত্র বরো অফিস এবং সব ওয়ার্ডে যদি একটি করে ওয়ার্ড অফিস থাকে, তাহলে সঠিক রূপে পৌর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। কলকাতার অনেক পার্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা বিভিন্ন মানুষজন জায়গা দখল করে আছে। এই জমি গুলি উদ্ধার করে এগুলিতে ছোটোখাটো একটি ওয়ার্ড অফিসও যদি প্রতিটি ওয়ার্ড করা যায়। তাহলে নাগরিকদের আরও ভালো সুষ্ঠু রূপে পৌর পরিষেবা দিতে পারা যায়।

এই দীর্ঘ প্রস্তাবের জবাবি বক্তব্যে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমি আন্তরিক ভাবে চাই যে পৌর পরিষেবা গুলি 'ডি-সেন্ট্রালাইজড' হয়ে প্রতিটি অঞ্চলে অঞ্চলে যাতে পৌঁছোয়। এবং সে কারণে বরো অফিস গুলিকে আমি আরও শক্তিশালী করার কথা বলেছিলাম। আর আধিকারিকদেরও সেভাবে নির্দেশ দিয়েছি। এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, যখন এটা সাউথ সুবার্বান হয়েছিল, তখন থেকে দু'টো বরো অফিস একই ভবন থেকে পরিষেবা প্রদান করতো। এখন কলকাতা পৌরসংস্থার বিভিন্ন পরিষেবা গুলি এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা গুলি সবই কলকাতা পৌরসংস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছে যাচ্ছে। তা-ই বরো অফিসকে শক্তিশালী করতেই হবে। তাই আমিও চাই বরো অফিস আলাদা আলাদা হওয়া উচিত। মহানাগরিক আরও বলেন, উনি, যে দু'টি জমির কথা বলেছেন, আমি নিজেই গিয়ে সেই জমি দু'টি দেখবো। তারপর যদি সম্ভব হয়, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমিটি নিয়ে নিশ্চিত ভাবে বরো অফিস করার চেষ্টা করবো। ভবনটি তৈরি করতে একটা বড়ো অঙ্কের টাকা রাজ্য সরকারের কাজ থেকে চাইতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এখানে বরো অফিস গড়ে ওঠে, সেটার বিষয়ে চেষ্টা করবো।

এখানে ওখানে

লোকমাতা রাণী রাসমণির মূর্তি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ জুন পি-২৮৫, সি. আই. টি. স্কিম-এম ৪ কলকাতা ১০-এ অবস্থিত মাহিষ্য সমিতি ভবনে লোকমাতা রানী রাসমণির মূর্তির উন্মোচন হলো। উন্মেরচন করেন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ বাসুদেব মণ্ডল। মল্লিকা মাঝি ও ভোলানাথ দাস রাণী রাসমণির বন্দনা ও স্তোত্র পাঠ করেন। সম্পাদক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল জানান, মূর্তি তৈরি ও স্থাপনের খরচ বর্তমান সভাপতি লোহারাম রায় বহন করেছেন। উপস্থিত সকলে মূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। আর এক প্রাক্তন সভাপতি ধীরেন্দ্র নাথ আদক মহাশয় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জোলন করেন এবং মাল্যদান করেন লোহারাম রায়। কলকাতা জেলা শাখার পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শিবতোষ সামন্ত রাণি রাসমণির উপর তাঁর লেখা বিশেষ পুস্তক প্রকাশ করেন। রানী রাসমণির উপর বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন জেলা জজ বৃন্দাবন মণ্ডল, লেখক প্রবীর জানা, লেখক ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাস, প্রখ্যাত আইনজীবী ধীমান চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শান্তিনাথ ঘোষ, গবেষিকা স্বাগতা ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সংগীত পরিবেশন করেন দীপালি মাইতি ও স্বপ্না ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সহ সভাপতি শিবশঙ্কর মণ্ডল। সমাপ্তি ঘোষণা করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার মাইতি। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন উত্তম কুমার মণ্ডল, তরুণ বিশ্বাস ও সহ সভাপতি মধুসূদন জানা প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন ভোলানাথ দাস এবং প্রসেনজিৎ সিনহা সহ সম্পাদকদ্বয়। অতিথি বরণে সহায়তা করেছেন সুমিতা দাস, অভ্রনীলা দাস, ঋতুজা মণ্ডল ও উমা বিশ্বাস। মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কল্পনা বিশ্বাস।

মিলেট উৎসব

বিশ্ব পরিবেশ দিবস কে মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প মিশন লাইফস্টাইলের অন্তর্গত মিলেট শস্য ব্যবহারে উৎসাহ যোগাতে সম্প্রতি ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনস্থ নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা হিন্দ্ সংঘের যৌথ পরিচালনায় এক মিলেট মেলার আয়োজন করে হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গনে। শস্য দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ মেলায় আগত সকলে উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সেফ রাজদীপ মন্ডল। তিনিও সকলের সাথে মিলেট শস্য দিয়ে তৈরি খাবার খান এবং আরো কিভাবে এইসব খাবার কিছু সুস্বাদু করা যায় তা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন সংঘের সভাপতি প্রণব গুহ, সম্পাদক নন্দগোপাল ঝাঁঝ, যুব সম্পাদক দেবজিত বোস সহ সংঘের সদস্য অন্যান্যরা। মিলেট শস্যর গুনাগুন নিয়েও আলোচনা করা হয় এই মেলায়।

পরিবেশ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরমের ছুটির এক্সটেনশন! এহেন আনন্দের মাঝেও ধরা পড়ল না কোনো এক চওড়া হাসি মুখের। কারণ, হয়তো মনে হয় এবারের অসহ্য গরমটাই। এমনটাই বোঝা গেল বেহালা পূর্বের হরিদেবপুর অঞ্চলে স্থানীয় মানুষের গর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোদপুর বালিকা বিদ্যালয় পৌঁছে। ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা প্রস্তাবিত ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালন নয়, সারা বছর বেশ কিছু অনুষ্ঠানে তাদের স্কুল বিভিন্ন পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে বলে জানান ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোনালী মুখোপাধ্যায়। এদিনও প্রধান শিক্ষিকার উদ্যোগে ওই স্কুলের শিক্ষিকা পুতুল রায়ের ব্যবস্থাপনায় ও তৃষা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি প্লাস্টিক দূষণের ওপর এক তথ্যচিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি স্কুলের অন্যান্য শিক্ষিকাসহ শিক্ষাকর্মী সোমা দাস, বিউটি সেনগুপ্ত, সুতপা দাস, আভা দে কয়াল, শ্রাবণী বড়ুয়া, কাশ্মিরা খাতুন, বৈশাখী পর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী বসাক, রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেলী দাস পাইন, মঞ্জু মিস্ত্রি ও মধুমিতা বিশ্বাসের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের আঁকা ছবি দিয়ে ওয়াল ম্যাগাজিন, পরিবেশবান্ধব দ্রব্য

দিয়ে ঘর সাজানোর সামগ্রী, বীজ তৈরি থেকে বৃক্ষরোপণসহ বেশ কিছু সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য শিক্ষিকা দীপা বিশ্বাসের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

বেহালায় জগন্নাথদেবের মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পশ্চিমের ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়াপুকুরে চলতি বছরের রথযাত্রার আগের দিন ১৯ জুন প্রভু জগন্নাথদেবের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তৎসহ পুজোর আয়োজন হতে চলেছে। যার প্রধান উদ্যোক্তা স্থানীয় 'রাধাকৃষ্ণ বজরংবলী মন্দির কমিটি'। এরই সঙ্গে এদিন সংলগ্ন 'রাধাকৃষ্ণ ও বজরংবলী' মন্দিরের বাৎসরিক পুজো ও সে উপলক্ষ্যে একটি বাৎসরিক মিলনও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

মাঙ্গলিকী

নাট্য অঙ্গনে অনীক–এর নব অধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্র দে

(একটা বিশেষ প্রতিবেদন)

অনীক নাট্যদলের কর্ণধার অরূপ রায়ের মাথায় নানা গঠনমূলক পরিকল্পনা ঘোরাঘুরি করে। এবং তার ফলশ্রুতিতে কলকাতার নাট্যমোদী দর্শক মাঝে মধ্যে অনেক কিছু দেখার সুযোগ পায়। যতদূর জানা গেছে অনীক নাট্যদল প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার মূলত মফস্বলের নাট্যদলগুলিকে তপন থিয়েটারে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড কলকাতার দর্শকবৃন্দের নজরে আনতে বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। অরূপ রায় অবশ্য মফস্বলের নাট্যদলগুলির প্রযোজনা নিয়ে সর্বদাই প্রশংসায় মুখর। আমিও মফস্বলের অনেক নাটক দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছি। তবে একথা ঠিক মিউনাসের কল্যাণে অনেক নাটক কলকাতার দর্শক দেখেছে। এইবারে একেবারে দিনক্ষণ ধরে মফস্বলের নাটক অভিনিত হয়ে চলেছে তপন থিয়েটারে বিগত ৮ মে ২০২৩ থেকে শুরু হল অনীকের এই নব অধ্যায়।

৮ মে ২০২৩ সন্ধ্যা ৬.৩০ নিরুপম ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় নাটক উত্তর ২৪ পরগনা ভাটপাড়া আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত 'কুহক তন্ত্র', নাটক ও নির্দেশনায় সঞ্জয় আচার্য।

৫ জুন ৬টা ৩০ মিনিট তমলুক আনন্দলোক ড্রামাটিক ক্লাব প্রযোজিত নাটক 'নিরু'। নাটককার সৌমিত্র বসু, নির্দেশনায় সুব্রত ঘোষ। দ্বিতীয় নাটক সংস্থিতি প্রযোজিত নাটক মিশন ৭২। রচনা ও নির্দেশনা অনুপম দত্ত। কণ্ঠ – প্রবীর দত্ত, আলো–অর্ঘ্য পলসাই, আবহ অভিজিৎ দত্ত। ১৯ জুন আলাপন দুর্গাপুর প্রযোজিত নাটক 'জীবন' রচনা ও নির্দেশনা রঞ্জিতা দেওয়ানজি।

দ্বিতীয় নাটক – পুরুলিয়া অন্যচোখ প্রযোজিত নাটক 'আবার যদি'। নাটককার তীর্থঙ্কর চন্দ। মঞ্চ– সুব্রত সেনগুপ্ত। আলো সুজিত প্রামাণিক, আবহ উজান চট্টোপাধ্যায়, পোষাক পাপিয়া মুখার্জী। নির্দেশনায় অনুপ মুখোপাধ্যায়।

প্রত্যেকটি নাটক অঙ্গিকের দিকে থেকে একটু ভিন্ন ধরনের এবং প্রয়োগ কৌশলে মননশীলতার ছাপ রেখে যায়। কলকাতার দর্শক নাটকগুলি দেখেছে কিন্তু নাট্যদলগুলি সেভাবে ভীড় জমায় নি। কোনোরকম দ্বিধা না রেখেই বলছি অনীকের এই উদ্যোগ সফল হবেই। মফস্বলের দলগুলির সঙ্গে পরিচয় এবং আদানপ্রদান হলে উভয়েরই লাভ।

বিশালের নাট্যাভিযান

নাটক : কালবৈশাখী, উপস্থিত
অতিথিবৃন্দ : পঙ্কজ মুন্সী
আলোচক : কৃষ্ণচন্দ্র দে
কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
৩রা জুন : গিরিশ মঞ্চ।
আবহ : সব্যসাচী পাল
কাহিনি : প্রদীপ চক্রবর্তী।
আলো : বাবলু সরকার
নির্দেশনা : বিশাল ভট্টাচার্য,
প্রক্ষেপণ : রত্নদীপ সর্দার

বিগত ৩ জুন ২০২৩ সুভাষগ্রাম আবির্ভাব মঞ্চায়িত করল তাদের নিজস্ব প্রযোজনা কালবৈশাখী। রচনা প্রদীপ চক্রবর্তী এবং নির্দেশনায় বিশাল ভট্টাচার্য। নাটকটি মনের মধ্যে একটা অনুরণন ঘটিয়ে দিল। কাহিনি সূত্রে জানতে পারি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়া মেয়ে মিটু কলেজের পাঠ শেষ করে কম্পিউটার ক্লাস করছে। বর্তমানে তার কোনো চাকরি বাকরি নেই তথাপি সে স্বপ্ন দেখে। মিঠু তার মনের রাজকুমারকে খুঁজে বেড়ায়। মিঠু সেই অর্থে হয়তো সুন্দরী নয়, তবু ও চায় কেউ ওকে সুন্দর বলুক। মিঠুর বাবা মা ওর বিয়ের পাত্র দেখা শুরু করে। যথা সময়ে পাত্রপক্ষ মিঠুকে দেখেও যায়, এবং পরে জানিয়ে দেয় তাদের পছন্দ হয়নি। এইভাবেই চলতে থাকে। অবশেষে একটা পরিবার এর ছেলে রাজীব জানিয়ে দেয় মিঠুকে তার পছন্দ হয়েছে। এই ব্যাপারে মিঠুর পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আজ রাজীবদের বাড়ি থেকে আরও কেউ আসবে বিয়ের পাকাকথা বলতে।

অতিথিদের আপ্যায়ন থেকে শুরু করে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসা সব দায়িত্ব পড়ে মিঠুর বন্ধু স্থানীয় যুবক নব'র হাতে। নব সেই দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপেই সমাধা করে যায় প্রতিনিয়ত। এবারেও কলকাতা থেকে মিষ্টি এনে দিয়েছে নব। নব এক উদ্দাম যুবক নদীতে নৌকা বেয়ে মাছ ধরে। অন্য কোনো পেশায় ওর মন বসে না। কারণ নদী ওকে ভীষণ ভাবে টানে।

এদিকে রাজীব একাই আসে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও। এসে জানায় সেদিন তার মা বাবার সামনে সত্য কথাটি বলতে পারেনি। হয়তো একটা মোবাইলে ফোন বা ম্যাসেজ করে বলে দেওয়া যেত কিন্তু রাজীব জানিয়ে দেয় মিঠুর সরলতা অকপট কথাবার্তা তার ভালো লেগেছে। কিন্তু তাকে তার বিয়ে করা সম্ভব নয় একথা জানিয়ে সে চলে যায়। মিঠু আপন মনে ভাবতে থাকে নব–র কথা। সে তো এখন গাঙে তরী ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে। মিঠু বুঝতে পারে নব–ই তার রাজকুমার। এতকাল সে উপেক্ষা করে এসেছে। আর দেরী না করে মিঠু নদীর পানে ছুটে যায়। এখানেই নাটক শেষ হয়। তবে নাটকের শেষ দৃশ্য মিঠু আর নব–র নৌকাতে বেয়েচলা বড়ই দৃষ্টিনন্দন লেগেছে। আবার বন্ধু তোর লাইগারে মোর হিয়া জ্বর জ্বর এই গানে নৃত্যাভিনয়ে একটা দমকা বাতাস বয়ে এনেদিল কুহেলি ধাড়া। বিশাল সুন্দর ভাবে ব্যবহার করল। অভিনয়ে নব'র ভূমিকায় বিশাল ভট্টাচার্য, রাজীব চরিত্রে সৌভিক কর্মকার মায়ের ভূমিকায় রুমেলা বাসু, বাবা চিত্ররঞ্জন মণ্ডল সকলেই ভালো তবে মিঠু সকলকে মাত করে দিয়েছেন। বিশাল–এর নির্দেশনা বেশ ভালো বলতে হবে। অনামিকা বিশ্বাস বেশ ভালোশিল্পী। সৃজনে আর যারা ছিলেন তাঁরা হলেন আলোতে বাবলু সরকার, আবহ নির্মাণ– সব্যসাচী পাল প্রক্ষেপণে রত্নদীপ সর্দার মঞ্চ সজ্জায় দলের কর্মীরা। দলের পক্ষ থেকে বিশাল পঙ্কজ মুন্সী, রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যা এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়দের স্মারক, মিষ্টি দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

'রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর চিন্তার যোগসূত্র তুলে ধরতে ড. আতিউরের অবদান অনন্য'

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক–গবেষক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. পবিত্র সরকারের মতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ভাবনাগুলোর মধ্যকার যোগসূত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান।

সোমবার (১২ জুন ২০২৩) কলকাতা প্রেস ক্লাবে ড. আতিউর রহমান রচিত এবং জার্নিম্যান পাবলিশার্স প্রকাশিত 'টোয়ার্ডস গোল্ডেন বেঙ্গল: থটস অফ ট্যাগোর অ্যান্ড বঙ্গবন্ধু' শিরোনামের গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিত শোভন রায় অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে অংশ নেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতার পর পর যে বিপুল প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশের সামনে ছিল তা অতিক্রম করে দেশটিতে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে, বিশেষত বিগত ১৫ বছরে আর্থাসামাজিক সূচকগুলোতে বাংলাদেশের যে সাফল্য– তা অবশ্যই নিজস্ব তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকেই এই বিশ্লেষণকে এগিয়ে নেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন।

আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন টেকনো–ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কো–চেয়ারপারসন অধ্যাপক মানসী রায় চৌধুরী, প্রখ্যাত সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ সুর, এবং কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস) রঞ্জন সেন। তারা একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং বহুমুখী প্রেক্ষাপট থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ড. আতিউর রহমানের ধারাবাহিক অবদানের জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, তার প্রতিক্রিয়ায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পবিত্র সরকারসহ সকল আলোচকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ একজন সাহিত্যিকের চেয়েও বড় কিছু ছিলেন। নিজের সামাজিক উন্নয়নের ভাবনাগুলোকে বাস্তব জীবনে কৃষির আধুনিকীকরণ, বাস্তবমুখী শিক্ষা, নারী শিক্ষা, এবং লোকজ সংস্কৃতি সংরক্ষণের মতো উদ্যোগে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক উন্নয়ন ভাবনা ও অনুশীলনের একজন অগ্রপথিক বলে মনে করেন ড. আতিউর। তিনি আরও যোগ করেন যে, বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথের একজন অনন্য অনুরাগী ছিলেন এবং এমন কি কারাগারেও তিনি রবীন্দ্রনাথের বই সাথে নিয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রেরণার অন্যতম মহৎ উৎস। কাজেই শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে এই মহান বাঙালি ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও কর্মের যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা প্রত্যাশিত বলে মনে করেন ড. আতিউর।

কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং অনলাইন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ক্যালকাটা–কলিং মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের যৌথ আয়োজক। ক্যালকাটা–কলিং–এর পক্ষ থেকে সমাপনী বক্তব্য রাখেন হাত্বিক মুখার্জি।

রবীন্দ্র নজরুল কবি প্রণাম

শ্রেয়সী ঘোষ : ৩ জুন শনিবার মানিক্য মঞ্চে ইস্ট কলকাতা কালচার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে রবীন্দ্র নজরুল কবি প্রণামের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই ছিল বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত– 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'। সংস্থার সম্পাদক নির্মল সিকদার সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক অভ্র ঘোষকে সংবর্ধিত করা হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল অজয় কুন্ডু, দীপায়ন সাহা, মৌসুমী মাইতির একক সংগীত পরিবেশন, উৎপল ঘোষ ও মধুমিতা মোদকের আবৃত্তি পাঠ। রবীন্দ্রনাথের বদনাম শ্রুতি নাটক হিসেবে পরিবেশিত হয়। প্রতিটি শিল্পী যথাযথ চরিত্র রূপদান করায় তাঁরা

অসাধারণ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে নাটক কৃষ্ণকলি যা সমাজের কালো নিপীড়িত মেয়েদের কথা তুলে ধরে। সংস্থার সদস্যরা এই যুগের কৃষ্ণকলিদের কথা ও অবস্থান অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন। প্রত্যেকের অভিনয় ছিল প্রাণঢালা আকর্ষণীয়। প্রয়োগ নৈপুণ্যের পুরো কৃতিত্ব ধনঞ্জয় আঢ্যের। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মধুমিতা মোদক।

কবিতা

শিল্পী
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পড়ুয়া

চকচকে মারণ তরবারি পাশে থাকে
তার পাশে তীক্ষ্ণ ফলার ছুরি
তবু পাথর দিয়ে থেঁতলে দিই আমার আঙুল।
তালবেতাল সমুদ্র আছে
হো হো করে দৌড়ে আসা নদী
তবু সেই অঢেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
কখন অস্থির হবে দৃষ্টিহীন সুনামি।
ঘুমের ঔষধ ড্রয়ারে ভর্তি
আমার হাতে রাখা বিষকৌটো
তবু রাত্রি জেগে জেগে
নিঃশেষে গল্প ছেঁড়ার আড়াআড়ি প্রতিজ্ঞা।
অলৌকিক উল্কি আঁকা চাঁদ
শরীরে তাজ্জব জ্যোৎস্না
সে শরীর ভাঙাচোরা অভুক্ত নির্মাণ।
(বকখালি দশ মাইল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

শেষ সম্বল
সুরজিত চট্টোপাধ্যায়

আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অন্তহীন কোলাহল
কবিতার জীর্ণ পাতারা অনাদরে কেঁপে উঠলো।
প্রতিবাদ শেখেনি তারা, হায় উচ্চারণ–বিরল,
শুধু রক্তহীন চোখে, ছেঁড়াখোঁড়া বরফের মত
নামিয়ে রেখেছিল বুকের ক্লান্ত অক্ষরের বোঝা।
যেন মালিকের চোখের আড়ালে বিড়ি নিয়ে ব'সে
ছাবাল বাগাল, বাগানে ছড়ানো জড়ানো
নিশ্চুপ ঝরাপাতাদের স্তুপ, নিশ্চিত জ্বালানি হবে বলে।
অক্ষর মায়া বিবর্ণতর ছেঁড়া দলিলের মতো
জড়িয়ে রাখতে চাওয়া নিতান্ত অধিকার বোধে,
দাগিয়ে দেওয়া দুনিয়ার অন্ধ ভূখণ্ডের মতো
উজ্জ্বল কাঁটাতারে ঘেরা সৃজিত অগ্নিকুণ্ড যতো
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে, দিনেরাতে দুহাতে ভরানো
অকবির শেষ সম্বল, নির্মম স্বপ্ন–আঁকড়ানো।
(মধুবন–ক্ষিরীশতলা, সোনারপুর, কল–১৫০)

বিশ্বাস বাঁচে
জগদীশ মণ্ডল

কৃষ্ণপক্ষের রাতকে আলোকজ্জ্বল মনে হয়েছে
যেদিন দেখেছি ময়ূরাক্ষীর চোখ
একবুক বিশ্বাস ঢেলে দেওয়া মুখ
দাতা কর্ণের কথা ভেবেও সংকুচিত হয়নি।
দেখেছি উর্বর মাঠের গর্ভবতী ফসল
ইঁদুরে কাটার সম্ভাবনা উড়িয়েছি,
অর্থকে অনর্থের তকমা দিয়েছি বারবার
সোজা পথে হেঁটে গেছি বহুদূর।
বিশ্বাস যে সূক্ষ্ম ইলেকট্রিকের তরঙ্গ
অলক্ষ্যে ভেঙে যায়, দাঁড়িয়ে পড়ে পাঁচিল
বাড়তি সন্দেহে মূর্ত হয় কল্পনা
অবিশ্বাস নষ্ট করে ঠুনকো গাঢ় আলিঙ্গনকে
অতি দ্রুত পা বাড়ায় অর্বাচীন
বিশ্বাস বেঁচে থাকে ভাবনার বিছানায়।
(নতুনপুকুর রোড, চড়কডাঙ্গা, বারাসত, কল–১২৪)

ভাঙা মেলার দিনে
অর্চনা ঘোষ

এবার সংক্রান্তির মেলায় যাবো ভেবেছি,
শেষ দিনই যাবো
ভাঙা মেলায় বিক্রির দিকে দোকানি তেমন মন দেয় না।
জিনিষপত্র গুটোতে গুটোতে দরদাম চলে
চারদিকে তাকিয়ে মেলে দেওয়া ইচ্ছেটাকে
খানিকটা সঙ্কুচিত করে ফিরে আসার সময়
চকিতেই সামনে এসে দাঁড়ালো কয়েকটা মুখ
তাদের ভালো লাগা, চোখের উজ্জ্বলতা
আমাকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে
কিচ্ছু ভুলে যেতে পারিনি আমি
যত্নে তোলা আছে সবটুকু
শুধু ওদিকের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে
সেখানে কোন রঙ থাকে না
নিশ্চিদ্র সাদা নিস্করুণ পড়ে থাকে বাইরের ঘরে
পছন্দগুলো মনে রাখার শর্ত ঘুচে গেছে কখন যেন
আমরা যে এখন আর শর্তাধীন নই
ভুলেছিলাম সে কথাটাও।
(গণেশনগর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

ভালোবাসা ও সম্পর্ক
নির্মল কুমার প্রধান

একক হৃদয়ের পরিশীলিত
মাঠ চষে পাওয়া সোনার ফসল
গোপনে ফুটিয়ে তোলা পুষ্পরাগ,
অনাবিল স্রোতে ভাসিয়ে চলা পানসী
অনন্তের পিয়াসী, সুদুরের প্রত্যাশী,
সুখ–বিলাসী ভালোবাসা,
তার রূপশ্রীর কাছে সম্পর্ক ?
আরও ... আরও মাধুর্যমণ্ডিত সৃষ্টি!
অনুভবে অনুরাগে লালিত হয়
অন্য কোন হৃদয়ের সম্পদ সমগ্র,
সুর–ছন্দ–লয়ের সমাপতিত নির্যাস যা
দুটো জীবনকে করে মহিমান্বিত,
সযত্নে রক্ষিত হৃয়ধীর ললিত স্বভাবের
চলন–বলন, মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারে।
(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

দৃষ্টি
ভীম ঘোষ

স্মৃতি–কে ভাঙছি নিশ্চিত পরিকল্পনায়,
নিশ্চুপ পৃথিবীর গল্প শুনছি অল্প কথায়,
করুণ দৃশ্যগুলি মনে পড়ে, তরুণ দুটি ঠোঁটে
মনের ভাষাকে লুণ্ঠন করি, শব্দ বীজ বুনি।
প্রতিটা দিন স্বপ্ন খুঁড়ি, প্রকৃতিগত নিয়মে,
হৃদয়ে গৌরব বাড়ে সঞ্চারিত কোষে,
অনুভূতি ক্রমে ছবি হচ্ছো তুমি।

নিজেকে হারাচ্ছো, বিনিময় করছ ভুল উচ্চারণ,
অযথা স্বপ্নের বীজ বুনছ ব্যর্থ আত্মিক কোষে।
তছনছ হচ্ছে জীবন, ভিন্ন দৃষ্টিতে।
নদীর উত্তাল ঢেউ, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে
তোমার অকাল মৃতদেহ।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

অগ্নি প্রাণ
রতন নস্কর

আগুন জ্বলে যাঁর লেখাতে, দেন ভরিয়ে সবার মন
সাম্যবাদের সাধক তিনি ধনুকভাঙা মুক্তিপণ।
রুধিরে রোজ ফুলকি ছোটে উল্কি আঁকেন মুক্তিদূত
বৃটিশ ভয়ে কেঁপে ওঠে স্বপ্নে দেখে কাজীর ভূত
বিষের বাঁশি প্রলয় শিখা, রাজার প্রতি অসন্তোষ
শিকল ভাঙার বিদ্রোহী গান কবির চিত্ত করছে ফোঁস্
কৃষক শ্রমিক কুলি মজুর নারীর চোখে ঝরছে জল
গর্জে ওঠেন রুদ্র তাপস ভাঙতে হবে খুড়োর কল।
ধর্মকারার বজ্রপ্রাচীরমারণ খেলায় মত্ত লোক
সম্প্রীতি সুর আঁকেন কবি জাতের খেলা বন্ধ হোক।
দেশজননীর নয়নমণি কণ্ঠে মানব প্রেমের গান,
মানবতার মূর্ত প্রতীক, জানাই প্রণাম অগ্নি–প্রাণ॥
(সরিষা, দঃ২৪ পরগণা)

স্মৃতি
বিক্রমজিত ঘোষ

তোমার রূপ জোছনার মত
মুগ্ধ করে সকলকে
প্রেমে বিগলিত মন দৃষ্টি ফেরাতে পারে না
তোমার রূপ শুধু একজনকেই নয়
অনেককেই আপ্লুত করেছে
কেউ তোমার সাথে কোন কথা বলে না
নিজের কাজ সেরে তুমি চলে যাও গন্তব্যস্থলে
তুমি চিরকাল একই রকম
আজও সেরকমই আছো
আমার মনে পড়ে তোমার কথা
মনে জেগে ওঠে কিছু স্মৃতি।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–১০১)

কালজয়ী সৃষ্টি
মিলি দাস

যতটুকু মনে পড়ে
একটা উদাহরণের জন্য
সমুদ্রের ঢেউয়ের বুকে নদীর ছবি এঁকেছি।
যতটুকু মনে পড়ে
সীমা ভাঙা এক স্বাধীনতার জন্য
মানুষ হয়ে ডানা মেলেছি।
যতটুকু মনে পড়ে
যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে
এক অবিশ্বাসের বীজমন্ত্রে ডুব দিয়েছি।
যতটুকু মনে পড়ে
ধ্বসে পড়া পাহাড়ের গায়ে
কলম দিয়ে অক্ষরগুলোকে দক্ষ শিল্পীর মত এঁকেছি
যতদূর মনে পড়ে
কালজয়ী সৃষ্টিটা এখনো সাঁকোর ওপারে
নিভৃত ইতিহাসের ইতিবৃত্তের মাঝে ঘুমিয়ে রয়েছে।
(কলকাতা – ৫০)

কুন্তী গর্ভে
অরুণ কুমার মান্না

বীররসে পরিপূর্ণ সুঠাম শরীরে
জেগে ওঠে ঘুমন্ত রাত বিছানা।
ঘন ঘন ঢেউ পিছলে পড়ে উপল সৈকতে
কারা যেন গুণ গুণ স্বরে
ডেকে আনে ক্লান্তিহীন পুষ্প সুবাস!
বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত
তবু যেন অসীম ব্যস ধরে হাঁটা
দিগন্ত সরে সরে যায় ক্রমশঃ মাটি ছুঁয়ে
দরজা খুলে দাও,
সৃষ্টির আদি ভ্রুণ কোরক থেকে
প্রথম সূর্য দেখুক কুন্তী চেতনার স্বচ্ছ দর্পণে।
তৃতীয় গ্রহ আরও একবার
দুলে উঠুক তীব্র রমণ প্রক্রিয়ায়।
সূর্য নিভে যাবার আগে জেনে যাক
কুন্তী গর্ভে বেঁচে আছে
তার সমস্ত অমৃত সত্তা!
(বিনগ্রাম, হুগলি)

সময় কথা বলে
আব্দুল হান্নান

মিথ্যে ভাষণ প্রথম আসন
যখন দেয় তুলে
রসে ভরা স্বাদে সেরা
ভরে যায় ফুলে
খাই খাই করে রব তুলে
খাচ্ছে তারা বেশী
অন্যায় আর অপ্রিয়তায়
শক্ত তাদের পেশী
হারিয়ে গেলে হজম শক্তি
পেট–টা তখন ফাঁপে
মাথা ঘোরায় কথা এড়ায়
ব্যথা বুকে চাপে
গা ছম্ ছম্ চোখ ছলছল
জিভে গড়ায় জল
শক্ত মাটি নরম হয়ে
পা করে টলমল।
(তাঁতীর হাট মোড়, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

একমুঠো ভাতের জন্য
কানাই লাল সাহু

কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে,
ভিড়ে গেলাম ভিখিরির দলে।
ওরা এক মুঠো ভাত দাও ভাত দাও বলে চেঁচাচ্ছে দেখে
আমিও ওদের সাথে গলা মিলালাম।

রাত হয়ে আসে প্রতীক্ষায়
সারারাত আমি তারা গুণতে গুণতে
আকাশের নীচে
কুকুরের সাথে শুয়ে
এক মুঠো ভাতের আশায়।
(দীনেশ পল্লী, কল–৯৩)

নিরালায়
মালতী প্রামাণিক

কাঁদো কার তরে কেউ কি তোমার
আপনার কাছে জানো। একদিন তো একা এলে
এখানে এসে মর্মান্তিক মর্মকোলাহলে
ভাটার গাঙে ভেসে চলে যায়
ভাবনার খড়কুটো স্বর্ণমনুষ্যরচিত স্থাপত্য
স্বর্গ স্বর্গ খেলা– বেঁচে থাকার অক্সিজেন
নিরাকার আকাশের কাছে প্রত্যাশা মেকী ঝুটো
থাকতে রাখতে রুখতে নিপাট ভাবনার ভাব বুনতে
পাখি মন প্রতিটি সকালে সঙ্গী খোঁজে
মোটেতে একটা প্রাণ ভেতরের ভীড়ে নড়বড়ে বিশ্বাস
নীরব করুণ কান্না মাখানো যান্ত্রিক জীবন দীর্ঘ হোক বা ক্ষণিক
জপমালা হল নিরুপায়পনা, হাওয়ায় দোল
খাওয়া ছেঁড়া ঘুড়ির মত।
(দক্ষিণ সুরেন্দ্রগঞ্জ দাসপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

অণু গল্প

স্বীকৃতি
অরবিন্দ দাস

সুমনার ধর্ষণকারী প্রভাব খাটিয়ে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে সুমনার সম্মুখেই দাপিয়ে বেড়ায়, হুমকী দেয়, কোথাও বিয়ে হতে দেবে না নষ্টা মেয়ের অপবাদে। দরিদ্র পিতার অসহায় কন্যা, মেধাবী ছাত্রী, এরূপ অপবাদ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্ম–হননে উদ্দীপ্ত হলে, ওর গুণমুগ্ধ সহৃদয় স্কুল শিক্ষক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র পুত্রের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আগিয়ে আসেন। সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে

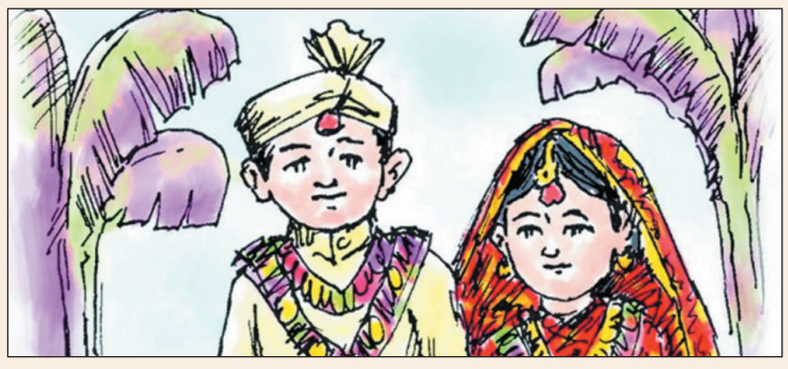

সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, গঙ্গা কখনও অপবিত্র হয় না, সমস্ত ময়লা বিলীন হয়ে যায় তার স্রোতধারায়।
(রাজারামপুর,শীতলাতলা,দঃ২৪ পরগণা)

আঁতস কাঁচে

স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল

আগামী ২২ জুন থেকে নন্দন–৩ এ শুরু হবে এই আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। চলবে ২৫ জুন পযর্ন্ত। পুরোটা পরিচালনার দায়িত্বে সোসাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশন। চার দিনে চারটি দেশের মোট ১২টি সিনেমা দেখানো হবে। প্রথমদিন শুরু হচ্ছে হিন্দি সিনেমা 'লাহোর' দিয়ে। শেষ হবে কপিল দেবের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জয় উপলক্ষ্যে তৈরি হওয়া স্টোরি অফ ৮৩ উইনিং টিম' সিনেমা দিয়ে।

ফেরান্দোই দায়িত্বে

প্রত্যাশা মতোই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের কোচ হিসেবে থেকে গেলেন জুয়ান ফেরান্দো। তাঁর সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি করল মোহনবাগান। জুয়ান ফেরান্দো বলেন, 'নতুন মরসুমে আরও ভালো করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আইএসএল ট্রফি ধরে রাখার চেষ্টা করব। পাশাপাশি এএফসি কাপে ভালো ফল করার চেষ্টা করব।'

আইএফএতে নতুন মুখ

ফের আইএফএ'র গভর্নিং বডিতে এলেন মোহনবাগান ক্লাবের সচিব দেবাশিস দত্ত। একই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও মহমেডান থেকে এলেন সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি। আর আইএফএতে নতুন মুখ সিএবির প্রাক্তন সভাপতি ও আইপিএলের বর্তমান কাউন্সিল মেম্বার অভিষেক ডালমিয়া। এছাড়াও এসেছেন তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেন।

অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল

আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। শনিবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪ – ১ গোলে হারায় নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১ – ১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পক্ষে গোল করেন মাসুদ আলি ও নদিয়ার পক্ষে গোল দেবাশিস হালদারের। পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী।

চাপে মহমেডান

সমস্যায় পড়তে চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং। মহমেডান সহ ভারতের ৬ ক্লাব সম্প্রতি প্রিমিয়ার ২ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছিল। তবে এআইএফএফের তরফে পত্রপাঠ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে মহমেডানের আবেদন। যোগ্যতামানের একাধিক মানদণ্ড পূরণ না করাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফুটবল ফেডারেশন।

দলীপ বেঙ্গালুরুতে

ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট দলীপ ট্রফি। আসন্ন মরসুমে এই টুর্নামেন্টের আসর বসতে চলেছে বেঙ্গালুরুতে। বেঙ্গালুরুর এমএ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পাশাপাশি আলুরেই খেলা হবে দলীপ ট্রফির ম্যাচ। দলীপ ট্রফিতে মোট ছয়টি দল খেলবে। নক আউট ফর্ম্যাটে খেলবে বিভিন্ন জেনের দলগুলো। ২৮ জুন থেকে শুরু হবে এই দলীপ ট্রফির লড়াই।

লাল হলুদে নিশু

ভাল দল গঠনের লক্ষ্যে এবার ইস্টবেঙ্গল সই করাল নিশু কুমারকে। দেশের অন্যতম কমপ্লিট ডিফেন্ডার বলা হয় নিশুকে। নিশুর সঙ্গে চুক্তির অঙ্কটা জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, বিশাল বড় অঙ্কের টাকা খরচ করেই নিশুকে তোলা হয়েছে। তবে কেরালা ব্লাস্টার্স তাঁকে পুরোপুরি ছাড়েনি। নিশু লাল–হলুদে এসেছেন এক বছরের জন্য লোনে। ডিফেন্স মজবুত করতেই আগেভাগে নিশু কুমারকে সই করানো হল।

রোহিতের ৩ টেস্ট ফাইনালের যুক্তি অযৌক্তিক মনে করেন গাভাসকর, কটাক্ষ কামিন্সেরও

সুমনা মণ্ডল

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পরপর দু'বার ফাইনাল খেলেও ট্রফি হাতছাড়া। প্রথমবার নিউজিল্যান্ড। পরেরবার অস্ট্রেলিয়া। গত ১০ বছর ধরেই আইসিসি ট্রফিতে লাগাতার ব্যর্থ হয়ে আসছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের এমন পারফরমেন্স ঘিরে সরব প্রাক্তনরা। তবে সবচেয়ে বেশি নিন্দায় মুখর হয়েছেন দেশের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। রোহিত শর্মা হারের পরই তিন টেস্টের ফাইনাল করার যুক্তি খাড়া করেছিলেন। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, 'গত দু'বছর ধরে অনেক পরিশ্রম করে আমরা ফাইনালে উঠেছিলাম। কিন্তু মাত্র একটা ম্যাচেই ফাইনালে খেতাবের ফয়সালা হয়ে গেল। আমি চাইব, ফাইনাল অন্তত তিন ম্যাচের হোক। পরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেই ফাইনাল তিন ম্যাচের করা হলে, সেটাই চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণের ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক হবে।' রোহিতের এই যুক্তি শুনে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সুনীল গাভাসকর। তাঁর সাফ প্রশ্ন, এমন প্রস্তাব আইপিএলেও দেবেন তো! এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'এটা একদিনের সিদ্ধান্ত নয়। এটা অনেক দিন ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই চক্রের সেই প্রথম ম্যাচ খেলার আগেই সবাই জানত, ফাইনাল কেবলমাত্র ১বার হবে। তারজন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়।' এরপরই তিনি আইপিএলের সঙ্গে তুলনা টেনে বলেন, 'আইপিএলে তো কেউ বেস্ট অফ থ্রি'এর কথা বলে না। প্রত্যেকেরই একটা খারাপ দিন বা কয়েকদিন থাকতে পারে, কিন্তু ডব্লিউটিসি চক্রের প্রথম বল গড়ানোর আগেই জানা থাকে যে কী হবে! ফলে বেস্ট অফ থ্রি'র কথা কেউ বলতে পারে না। এরপর তো বলবে বেস্ট অফ ফাইভ হলে ভালো হয়।' রোহিতের এমন আব্দারে খোঁচা দিতে ছাড়েননি অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও। তিনি তো সাফ বলেছেন, 'আমার কোনো সমস্যা নেই। ৫০ ম্যাচের সিরিজও হতে পারে। তবে অলিম্পিকে এক দৌড়েই কিন্তু সোনার পদক জিততে হয়। অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল ও রাগবি প্রতিযোগিতারও ফাইনাল হয়। খেলা তো এটাই।' আসলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে বিশ্বকাপ সবই এক ম্যাচের খেলাই হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ফাইনালে উঠতে বিশ্বের সব জায়গায় জিততে হয়। এক চক্রে ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয়। আমরা এই ২০ টেস্টের মধ্যে তিন বা চারটি টেস্টে শুধু হেরেছি। আমাদের দলের খেলোয়াড়েরা পুরো প্রতিযোগিতায় চমৎকার খেলেছে। আমরা এই প্রতিযোগিতার চাপের সঙ্গে নিজেদের ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পেরেছি বলেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতাটা খুবই তৃপ্তির।'

৬ জুলাই কুস্তি ফেডারেশনে নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন হবে আগামী ৬ জুলাই। রিটার্নিং অফিসার তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহেশ মিত্তল কুমার সরকারিভাবে জানিয়ে দিলেন বহু আলোচিত ভারতীয় কুস্তি সংস্থার ভোটাভুটি হবে ৬ জুলাই, একইদিনে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার যাবে ২৩ জুন থেকে ২৫ জুন। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা হবে ২৮ জুন। আগামী ১ জুলাই অনিচ্ছুক প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন। ২ জুলাই চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর ৬ জুলাই সাধারণ সভা নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশে কুস্তি ফেডারেশনের অনুমোদিত ২৫টি ইউনিট (রাজ্য সংস্থা) রয়েছে, পাশাপাশি ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইলেক্টোরাল কলেজ গঠনের জন্য প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নাম পাঠাতে হবে ১৯ জুনের মধ্যে। ২২ জুনের মধ্যে শেষ হবে বাছাই পর্ব। প্রতিটি অনুমোদিত সংস্থার দু'জন করে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেকে একটি করে ভোট দিতে পারবেন।

সভাপতি, বর্ষীয়ান সহ সভাপতি, চার সহ সভাপতি, সচিব, দুই যুগ্ম সচিব, কোষাধ্যক্ষ, পাঁচ কার্যকরী কমিটির সদস্য এই পদগুলিতেই নির্বাচন হবে। ব্রিজভূষণ নিজে একান্তই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারলে তাঁর পুত্র করণ সিংকে শীর্ষপদে বসাতে চাইছেন। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ কুস্তি সংস্থার প্রধান ব্রিজভূষণ পুত্র। তবে ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর কুস্তিগিরদের জানিয়েছেন, ব্রিজভূষণ বা তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় ক্রী।। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ৪৫ দিনের সময়সীমা বঁধে দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের জন্য। আগামী ১৭ জুন শেষ হচ্ছে এই সময়সীমার মেয়াদ। কিন্তু বিশেষ সাধারণ সভার মধ্য দিয়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই সভা আহ্বান করার জন্য ২১ দিনের নোটিশ দিতে হয়। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়া ৬ জুলাইয়ের আগে করা সম্ভব নয়।

বাগানে অনিরুদ্ধ থাপা আসছেন, ছাড়ছেন প্রীতম

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন মরসুমের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল মোহনবাগানের। কলকাতা লিগে যুব দল মাঠে নামাবে সবুজ মেরুন। হেড কোচ জুয়ান ফেরান্দো বা অন্য বিদেশিরা জুন মাসের শেষে বা জুলাইয়ের শুরুতে কলকাতায় আসতে পারেন। ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে পুরো দল অনুশীলনে যোগ দেবে। কলকাতা প্রিমিয়র লিগের খেলা শুরু আগামী ২৫ জুন থেকে। জুন মাসে লিগে শুরু হলেও জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই খেলা শুরু হতে পারে তিন প্রধানের। কলকাতা লিগে দল গুছানোর জন্য ১ মাস মতো সময় পাবেন কোচ বাস্তব রায়। এরমধ্যেই জোরকদমে চলছে দলবদলের কাজ। আগামী আইএসএল–এ প্রায় নিশ্চিত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার কামিন্স। এরপর আরও এক চমক দিয়েছে সবুজ মেরুন টিম ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের

খবর, ভারতীয় ফুটবলে বর্তমানে মাঝমাঠের অন্যতম স্তম্ভ অনিরুদ্ধ থাপার সঙ্গে নাকি ৫ বছরের চুক্তি করে ফেলেছেন কর্তারা। বাগান কর্তারা এবার দলে নিতে চাইছেন দেশের বেশ কিছু সেরা ফুটবলাদের। তার মধ্যে অন্যতম হলেন গত আইএসএল গুলিতে চেন্নাইয়ানের সিটি এফসির জার্সি গায়ে নজরকাড়া ফুটবলার অনিরুদ্ধ থাপা।

সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে নাকি চুক্তিও করে ফেলেছেন কর্তারা। যদি তাই হয়, তাহলে ফরোয়ার্ডের মতো মাঝমাঠেও প্রতিপক্ষদের থেকে অনেকটাই শক্তি বাড়িয়ে নিল জুয়ান ফেরান্দোর দল এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অন্য দিকে বিশেষ সূত্রের খবর, মোহনবাগানের ঘরের ছেলে প্রীতম কোটাল কর্তাদের কাছে অনুরোধ করেছেন তাঁকে রিলিজ করে দেওয়ার জন্য। তবে প্রীতমের না থাকাটা বাগান রক্ষণের কাছে একটা বড় ধাক্কা।

জট কাটল মহমেডানে

সমস্যার সমাধান হল মহমেডানে। প্রধান বিনিয়োগকারী হিসেবে থাকছে বাঙ্কারহিলই। মিটিংয়ে ঠিক হয় ৫১ শতাংশ শেয়ার বাঙ্কারহিল প্রাইভেট লিমিটেডকে দেবে ক্লাব। পাশাপাশি ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের দায়িত্বে থাকবে প্রধান ইনভেস্টর। বাঙ্কারহিলের অন্যতম ডিরেক্টর কণিষ্ক শীলকে মহামেডানের সহ সভাপতি করা হয়। গত আড়াই বছর ক্লাবের প্রধান ইনভেস্টর হিসেবে থাকার পর চলতি বছরের এপ্রিল মাসে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাঙ্কারহিলের কর্তা দীপক কুমার সিং। যদিও শেষপর্যন্ত থেকে গেলেন।

গোল করেই সুনীল শোনালেন সুখবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর ভানুয়াতুর বিরুদ্ধে জয়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের গ্রুপশীর্ষে উঠে ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলল সুনীলের ভারত। বিশ্বের ১৬৪ নম্বর ভানুয়াতুকে ১–০ গোলে হারায় ভারত। এই নিয়ে দেশের মাঠে টানা সপ্তম জয় পেল স্টিমাচের দল। ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা সুনীল ছেত্রী। গোলের পরই অভিনব সেলিব্রেশনের মাধ্যমেই দেন সুখবরও। শীঘ্রই তাঁর সংসারে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। গোল করেই বলটাকে জার্সির ভেতরে পুরে মুখে আঙুল দিয়ে দর্শকাসনের একটি বিশেষ অংশের দিকে ছুটে যান সুনীল। সেখানেই বসে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী সোনম ভট্টাচার্য। গোল করার পরেই সোনমের দিকে চুমু ছুড়ে দেন সুনীল। বুঝিয়ে দেন আগত সন্তানের জন্যই এই গোল। এই নিয়ে ৮৬তম গোল করে ফেললেন সুনীল। তার আগে রয়েছেন দু'জন। একজন লিওনেল মেসি (১০২) ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (১২২)।

বোরহা ও নন্দকুমারকে নিয়ে আক্রমণের শক্তি বাড়াল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মরসুমে হায়দরাবাদ এফসি'র হয়ে খেলার পর এবার ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে খেলবেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরা গঞ্জালেস। হায়দরাবাদের ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর। ফলে কোনও ট্রান্সফার ফি ছাড়াই বোরহাকে এক বছরের চুক্তিতে পেয়ে গেল কলকাতার ক্লাব। নিজামের শহরের দলের হয়ে চারটি গোল করেন ও পাঁচটি গোল করান এই স্প্যানিশ তারকা। আইএসএলে সব মিলিয়ে ৩২টি গোলের সুযোগও তৈরি করেন তিনি। কার্যকরী মিডফিল্ডার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করা বোরহা শুধু আক্রমণে নয়, প্রয়োজনে তিনি যে রক্ষণাত্মক ভূমিকাতেও সমান তৎপর, তার প্রমাণও দিয়েছেন। সেই কারণেই তাঁকে পেয়ে বেশ খুশি লাল–হলুদ শিবিরের হেড কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। তিনি বলেন, 'আমাদের দলে বোরহা এক অসাধারণ সংযোজন। টেকনিকের দিক থেকেও নিখুঁত। এছাড়া মাঠের বাঁদিকে রক্ষণ ও আক্রমণে ওর বৈচিত্র দলকে অনেক উপকৃত করবে। যেহেতু

ভারতে এর একটা মরসুম খেলা হয়ে গিয়েছে, তাই হিরো আইএসএল সম্পর্কে ওর ধারণা অনেক স্পষ্ট। গত মরশুমে হায়দরাবাদ দলে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল ও। আমি নিশ্চিত, ওর অপরিসীম কর্মক্ষমতা আমাদেরও খুবই কাজে লাগবে'। কলকাতা ডার্বি নিয়ে বোরহা বলেন, 'অনেক শুনেছি কলকাতা ডার্বির কথা। ওই ম্যাচে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। এশিয়ার অন্যতম সেরা ডার্বিতে এবং এই ক্লাবের হয়ে খেলার সুযোগ দেওয়ার জন্য কোচ কার্লস ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে জানাই ধন্যবাদ। আমার অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রাখার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি'। এছাড়াও উইঙ্গার নন্দকুমার শেখরকে ওড়িশা এফসি থেকে নিজেদের শিবিরে নিয়ে এল ইস্টবেঙ্গল এফসি। তিন বছরের জন্য তাঁর সঙ্গে চুক্তি করল কলকাতার ক্লাব। গত মরসুমে ওড়িশা এফসি–র হয়ে অসাধারণ পারফরমেন্স দেখান তামিলনাড়ু থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার। সুপার কাপে পাঁচটি ম্যাচে চারটি গোল করে দলকে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেন তিনি। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে সই করে নন্দকুমারের প্রতিক্রিয়া, 'ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে খেলার স্বপ্ন এ দেশের সব ফুটবলারই দেখে। আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। ফুটবল জীবনে এবার নতুন চ্যালেঞ্জ আমার সামনে।'

লিগে অবনমন নিয়ে জটিলতা কাটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা লিগে প্রথম ডিভিশন থেকে চারটে ক্লাবের প্রোমোশন হবে। অবনমন হবে দুটি ক্লাবের। প্রিমিয়ার 'বি'–র ১০টি ক্লাবকে রাতারাতি প্রিমিয়ার 'এ'–র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল প্রথম ডিভিশন ক্লাবগুলোর অন্দরে। ২৪টি ক্লাবের মধ্যে সুজিত বসুর শ্রীভূমি স্পোর্টিং, মদন মিত্রর বেলঘরিয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব, স্বরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সংঘ, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো ক্লাব রয়েছে সেখানে।

তাঁরা দাবি তোলেন প্রথম ডিভিশন থেকে ৬টি দল প্রিমিয়রে আসুক। আর দুটি দলের অবনমন হোক। কিন্তু তাঁদের এই দাবির পাল্টা প্রস্তাব রাখেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সচিব অনির্বাণ দত্ত। তাদের দাবি প্রথম ডিভিশন থেকে চারটি দল প্রিমিয়রে উঠুক এবং চারটি দলের অবনমন হোক। কিন্তু ক্লাবগুলি চাইছে না চারটি দলের অবনমন হোক। আর এতেই সমস্যা আরও বেড়ে যায়। বৈঠকের শেষে আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রথম ডিভিশন ক্লাবের সদস্যরা একটা প্রস্তাব রাখে। গভর্নিং বডি প্রথম ডিভিশন ক্লাব যা প্রস্তাব রেখেছে তা মেনে নিয়েছে। তারা পরিকাঠামো পিরামিড আকারে লিগ করতে চাইছে। অর্থাৎ শীর্ষ সারিতে কম দল থাকবে।' অন্যদিকে, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'কতগুলি ক্লাব প্রিমিয়র ডিভিশনে যাবে আর কটি ক্লাব অবনমন করবে তা সিদ্ধান্ত নিয়েছে গভর্নিং বডি। ফলে আর কোনও সমস্যা রইল না লিগের ম্যাচ আয়োজন করতে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা বৈঠকে বসব কমে প্রিমিয়র ডিভিশন লিগ শুরু করা যায়।' পাশাপাশি বৈঠকে ঠিক হয় নতুন মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস নামে খেলবে সবুজ মেরুন। এই বৈঠকে মোহনবাগানের এই প্রস্তবও মেনে নিয়েছে আইএফএ।

রেনবোয় যোগ দিচ্ছেন শিলটন পাল

মলয় সুর : ঘরোয়া লিগের আগেই চমক দিল রেনবো। ময়দানের নামী গোলরক্ষক শিলটন পালকে সই করাচ্ছে তারা। কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে। দু–একদিনের মধ্যেই প্রিমিয়র লিগের ক্লাবে সই করে দেবেন আইলিগ জয়ী প্রাক্তন মোহনবাগান অধিনায়ক। গত মরশুমে চার্চিল ব্রাদার্সে খেলেছেন শিলটন। গোয়ার ক্লাবটি এবারও তাঁকে পেতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করে ঘরোয়া লিগ খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন শিলটন। অভিজ্ঞ গোলরক্ষকের বক্তব্য, আমি এখন কেরিয়ারের শেষ লগ্নে। এবার ফুটবলকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই। সেই জায়গাটা রেনবো আমায় দিচ্ছে। শিলটনের সঙ্গে পুরো মরসুমের চুক্তি হচ্ছে ক্লাবটির। এই মরসুমে রেনবোর চিফ কোচ রয়েছেন দেবজিৎ ঘোষ। আপাতত দমদম শূরের মাঠে অনুশীলন চলছে তাঁদের।

সপ্তসিন্ধু'র আরও দু'টি আগামী বছরেই জয়ের লক্ষ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গে সায়নীর

দেবাশিস রায়: Oceans seven' অর্থাৎ বঙ্গের সাঁতারুদের কাছে যা সপ্তসিন্ধু'। বিশ্বব্যাপী সুদীর্ঘ সাত–সাতটি উথালপাথাল জলরাশির সমাহার। পৃথিবীর তিন–চতুর্থাংশ জলভাগের বুকে সৃষ্ট ক্যাটালিনা চ্যানেল, মলোকাই চ্যানেল, নর্থ চ্যানেল, ইংলিশ চ্যানেল, জিব্রাল্টার স্ট্রেইট, সুগারু স্ট্রেইট এবং কুক স্ট্রেইট মিলে পরিচিত এই সপ্তসিন্ধু' সাঁতারুদের প্রতিক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই সপ্তসিন্ধু' জয় করা বিশ্বের সাঁতারুদের কাছে একটা স্বপ্ন। যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দূরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছেন এই রাজ্য এই দেশের এক জলপরী' সায়নী দাশ। সপ্তসিন্ধু'র মধ্যে তিনটি চ্যানেল তিনি ইতিমধ্যেই সাঁতরে অতিক্রম করে দেশকে গর্বিত করেছেন। এবার আরও দু'টি আগামী বছরের মধ্যেই জয়ের লক্ষ্যে জোরদার প্রস্তুতি শুরু

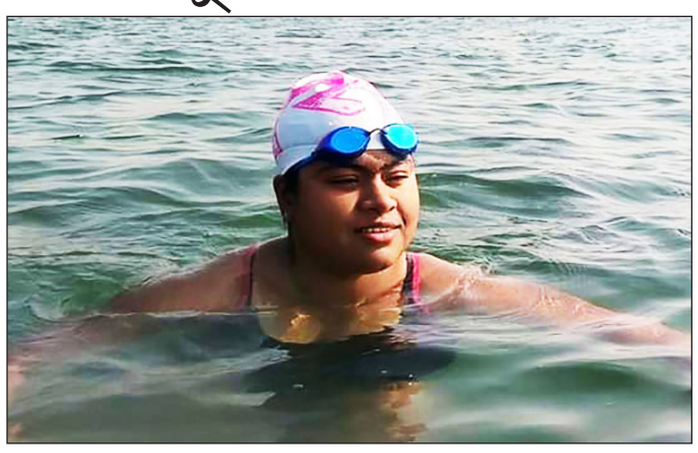

করেছেন। তিনি ২০২৪ সালের জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট অভিযানে নামতে চলেছেন এবং সেই বছরেই আগস্টে নর্থ চ্যানেল অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাত্র ৬–৭ মাসের মধ্যে কার্যত পরপর দু'টি চ্যানেল জয় করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা এই যুবতীর এখন থেকেই প্রতিটি মুহূর্ত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কাটছে। বিশ্বের অন্যতম দুস্তর পারাবার মলোকাই চ্যানেল গত বছর জয় করার পর থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের বাসিন্দা সায়নী দাশ বিশ্ব সাঁতারু জগতের নজর কেড়ে নিয়েছেন। সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্যে অবিচল এশিয়া সেরা সাঁতারু সায়নীর পরবর্তী অভিযানগুলির দিকে তাকিয়ে দেশের ক্রীড়াজগতও। সেদিন আর বোধ হয় খুব দূরে নেই যেদিন আপামর ভারতবাসীর পাশাপাশি সমগ্র বিশ্ব জানতে পারবে কুক স্ট্রেইট এবং নর্থ চ্যানেল অভিযানে সায়নীর সাফল্যের কাহিনি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সায়নী কোনওমতেই কালক্ষেপ করতে চাননি। মলোকাই চ্যানেল জয় করে বাড়ি ফেরার পর থেকেই সপ্তসিন্ধু' জয়ের স্বপ্নকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন তিনি। কালনায় থাকলে বাড়ির পাশে ভাগীরথী নদীর বুকে অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন এবং কলকাতায় থাকাকালীন সেন্ট্রাল সুইমিং পুলের জল তোলপাড় করছেন সায়নী। সপ্তসিন্ধু'র সবচেয়ে বড়ো চ্যানেল মলোকাই জয়ের সাফল্য হাতের মুঠোয় আসার পর থেকেই সায়নীর আত্মবিশ্বাস আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই মোট ১৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ধরে সাঁতার কেটে প্রায় ২৭ মাইল দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেলটি গত ২৮ এপ্রিল জয় করার পরপরই সায়নীর দু'চোখের সামনে যেন সর্বদাই ভেসে উঠছে কুক স্ট্রেইট এবং নর্থ চ্যানেলের নীল জলরাশি। তিনি এপর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটালিনা চ্যানেল এবং মলোকাই চ্যানেল জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। এমনকি, মলোকাই চ্যানেল জয়ী এশিয়ার প্রথম মহিলা সাঁতারু রূপে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন।যেকারণে এই বাংলার কৃতী সন্তান সায়নী দাশকে নিয়ে দেশ–বিদেশের সাঁতারু জগতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। সায়নীর এই ধারাবাহিক অভাবনীয় সাফল্যে রাজ্য তথা ভারতবর্ষের পাশাপাশি বিশ্বের সাঁতার বিষয়ক অসংখ্য সংগঠন রীতিমতো চমকিত। তাদের পক্ষ থেকে সায়নীকে রাশি রাশি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানো হয়েছিল। সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।তিনি বলেন, আগামী জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সায়নী নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট অভিযানে নামবে এবং পরবর্তী আগস্টে নর্থ চ্যানেল অতিক্রম করার লক্ষ্যে সে এগিয়ে চলেছে।

ছবি: সপ্তসিন্ধুর ম্যাপ এবং ইনসেটে সায়নী দাশ (ফাইল চিত্র)

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com